সাম্যবাদ

সুন্দরবন রক্ষায় প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশী রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করতেই হবে ৩

ব্যাটারিচালিত রিকশা-ইজিবাইক নিষিদ্ধ নয়, আধুনিকীকরণ করে বৈধ কর ৩

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও শিবদাস ঘোষ স্মরণ ৪

বিশেষ ব্যবস্থায় টিকা দিয়ে অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার দাবিতে ছাত্র ফ্রন্টের ছাত্র সমাবেশ ৫

web: www.spbm.org বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আগস্ট-২০২১ মূল্য ৫ টাকা

বাসদ (মার্কসবাদী)'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, প্রিয় নেতা ও শিক্ষক

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর জীবনাবসান

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় গত ৬ জুলাই রাত ১০টা ৫০ মিনিটে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউ-তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

৮ জুলাই, ২০২১। দুপুর ১২টা। ঢাকা মেডিকেল কলেজের গেট দিয়ে ঢুকলো লাশবাহী গাড়ি। সামনে কুচকাওয়াজ করে এগোচ্ছে একদল কিশোর কমরেড। কলেজ ভবনের সামনে শহিদ ডা. মিলনের সমাধি। তার সামনে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী বেদি। কুচকাওয়াজ দলের মাথার উপরে বিশাল ব্যানারে লেখা আছে, 'কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী লাল সালাম!'

কলেজ চত্বরে অপেক্ষা করছিলেন তখন দলের শত শত নেতাকর্মী, বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, পুরনো অনেক নেতাকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা। কঠোর লকডাউনের মধ্যে অনেক বাধা মোকাবেলা করে তাঁরা এসেছেন প্রিয় নেতাকে শেষবারের মতো দেখবেন বলে, শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবেন বলে।

ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলেন অনেকে। অনেকের চোখ দিয়ে নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছিল অশ্রুধারা। অনেকে আনমনা ছিলেন। হয়তো মনে করছিলেন পুরনো কোনো স্মৃতি।

ধীরে ধীরে কফিন গাড়ি থেকে নামানো হলো। রাখা হলো বেদিতে। কফিনের ডালা তুলে কমরেড মুবিনুল হায়দারের মরদেহ ঢেকে দেওয়া হলো পার্টির পতাকা দিয়ে, যে পার্টিকে গড়ে তোলার জন্য তিনি আমৃত্যু লড়াই করেছেন।

কফিনে শোয়ানো কমরেড মুবিনুল হায়দারের নিথর দেহ। সাত দশকের রাজনৈতিক জীবন অনেক ঘটনায় গড়া। এদেশে তিনি একটি সঠিক বিপ্লবী দল গড়ে তোলার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। আশ্রয়হীন, সম্বলহীন অবস্থায় দল গড়ে তোলার সংগ্রাম করছেন। এ এক অনবদ্য লড়াই, এ এক অজেয় সংগ্রাম। তাঁর নীরব, নিথর দেহ যেন সেই সংগ্রাম আর ইতিহাসকে ধারণ করে শুয়েছিল চিরনিদ্রায়। তাঁর মুখে গভীর প্রশান্তি, গোটা চত্বরের শত শত মানুষের হৃদয়ে তখন অসহ্য বেদনা।

মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এরপর একের পর এক বিভিন্ন দল, সংগঠন ও ব্যক্তি আসতে থাকলেন। ● ৬ এর পাতায় দেখুন

বাসদ (মার্কসবাদী)'র শোকবার্তা

গভীর বেদনার সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও এই দেশের বামপন্থী আন্দোলনের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বৃদ্ধ বয়সে রোগাক্রান্ত শরীরে আকস্মিক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ও চলৎশক্তিহীন হয়ে গত ১৪ মার্চ থেকে চিকিৎসাধীন থেকে অবশেষে গত ৬ জুলাই রাত ১০টা ৫০ মিনিটে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউ-তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। বাসদ(মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের পক্ষ থেকে আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং প্রয়াত নেতার সংগ্রামী জীবনের প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁর এই মৃত্যুতে শুধু আমাদের দলেরই নয়, এই দেশের বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরও এক বিরাট ক্ষতি হলো।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত ভারতে চট্টগ্রাম জেলার বাড়বকুণ্ডে জন্মগ্রহণ করলেও কৈশোরেই কলকাতার খিদিরপুরে চাকুরিরত তাঁর এক ভাইয়ের আশ্রয়ে চলে যান। তিনি প্রথাগত বিদ্যালাভের বিশেষ সুযোগ পাননি এবং সাধারণ জীবনযাপন করছিলেন। ইতোপূর্বে ১৯৪৮ সালে ভারতবর্ষের মাটিতে বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ● ২ এর পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষের শোকবার্তা

প্রিয় কমরেড,

বাসদ (মার্কসবাদী) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত বাসদ (মার্কসবাদী) দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের প্রতি সমব্যথী হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

এটা আপনাদের প্রায় সকলেরই জানা আছে, কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর বৈপ্লবিক রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ভারতবর্ষের মাটিতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসিত অবিভক্ত ভারতে তিনি তাঁর এক বড় ভাইয়ের বাসায় থাকাকালীন সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত যৌবনে ১৯৫১ সালে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক চিন্তায় শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হন এবং প্রচলিত জীবনের ● ২ এর পাতায় দেখুন

বাসদ(মার্কসবাদী)-র ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী কমরেড ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী-র মৃত্যুপরবর্তী পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দলের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক-কে। তিনি পার্টির পরবর্তী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করবেন। গত ৯ জুলাই ২০২১ অনলাইনে অনুষ্ঠিত দলের কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম ও সারাদেশের পার্টি সদস্যদের এক যৌথ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ● ২ এর পাতায় দেখুন

করোনা মহামারি

মানুষ মরছে, আর শাসকশ্রেণি ব্যস্ত বেপরোয়া লুটপাটে

মা নিজে আইসিইউতে ভর্তি। ছেলে শ্বাস নিতে পারছে না। খবরটা কানে যেতেই মা চিকিৎসকদের ইশারা করেন তাকে ছেড়ে যেন ছেলেকে আইসিইউতে নেওয়া হয়। চিকিৎসকরা শত চেষ্টা করেও মাকে বোঝাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত মাকে ছেড়ে ছেলেকে আইসিইউ'র বেডে নেওয়া হয়। এক ঘণ্টার মধ্যেই মা মারা যান। এর ছয় ঘণ্টা পর ছেলে। সম্প্রতি এরকম হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল। অক্সিজেন সিলিন্ডারসহ ছেলে তার বাবাকে নিয়ে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘুরছে ভর্তির জন্য। অনেককেই প্রচণ্ড অসুস্থতা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্সে পড়ে থাকতে হচ্ছে। একজন অপেক্ষা করছে, অন্যজন মারা গেলেই আইসিইউ ফাঁকা হবে; তখন সে নিজে হয়ত চিকিৎসা পাবে, বেঁচে যাবে। ● ৬ এর পাতায় দেখুন

সাম্যবাদ

বাসদ (মার্কসবাদী)'র শোকবার্তা

যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া(কমিউনিস্ট) বা এসইউসিআই(সি)-কে এক সুকঠিন সংগ্রাম চালিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এবং তারই কার্যক্রম হিসাবে খিদিরপুরে শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়ন গঠন করছিলেন। এইসময়ে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই ১৯৫১ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর পরিচয় ঘটে। এই ঘটনা কমরেড মুবিনুল হায়দারের জীবনে আমূল পরিবর্তন সূচনা করে। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যুগোপযোগী বিশেষীকৃত প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তাঁর অসাধারণ চরিত্র, শোষিত জনগণের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, সকল প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে বিপ্লবী দল গঠন ও সংগ্রামে অদম্য দৃঢ়তা ও মনোবল, বিরল সাংগঠনিক শক্তি যতটা ঐ বয়সে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাতেই গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষকে শিক্ষক ও নেতা হিসাবে গ্রহণ করে বিপ্লবী আন্দোলনকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে তিনি খিদিরপুরে ডক শ্রমিকদের, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করেছেন, কর্মী সংগ্রহ করেছেন, পার্টি ইউনিট গঠন করেছেন। ওই সময়ে কংগ্রেস সরকারবিরোধী নানা আন্দোলনে তিনি বেশ কয়েকবার কারারুদ্ধ হন এবং তাঁর উপরে পুলিশী হামলাও হয়। সরকারি চাকুরিরত ভাই তাতে ভয় পেলে কমরেড মুবিনুল হায়দারকে আশ্রয় ছাড়তে হয়। ওই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ, নীহার মুখার্জীদের কোনো স্থায়ী আস্তানা ও খাদ্যের সংস্থান ছিল না। কমরেড মুবিনুল হায়দারকেও আশ্রয়চ্যুত হয়ে অনেক দিন অর্ধাহারে-অনাহারে কলকাতার পার্কে-ফুটপাতে রাত কাটাতে হয়েছে। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত এই সংগ্রামী মানুষটি শোষিত মানুষের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। ১৯৬৪ সালে ভারতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উদ্বিগ্ন হয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশের হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করার জন্য কমরেড মুবিনুল হায়দারকে দায়িত্ব দেন এবং বহু প্রদেশ ঘুরে খুবই যোগ্যতার সাথে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কলকাতায় তাঁরই উদ্যোগে এক বিশাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ওই দলের সংগ্রামী যুব সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ অর্গানাইশেন (এআইডিওয়াইও)' গড়ে ওঠে, যার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন কমরেড মুবিনুল হায়দার। ১৯৬৭ সালে তাঁকে দিল্লিতে পাঠানো হয় এবং তিনি দিল্লি ও হরিয়ানায় এসইউসিআই(সি)-এর সংগঠন গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য যে, প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে থেকে এবং জ্ঞানজগতের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে তাঁর অনন্যসাধারণ আলোচনা শুনে কমরেড মুবিনুল হায়দার দর্শন-রাজনীতি-ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বহু ছাত্র-যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করেছিল।

ইতোমধ্যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কমরেড মুবিনুল হায়দার সীমান্তবর্তী শরণার্থী শিবিরগুলি ঘুরে ঘুরে পার্টির পক্ষ থেকে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেন এবং প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে একটি যথার্থ বিপ্লবী দল গঠনের স্বপ্ন নিয়ে স্বদেশে চলে আসেন। মনে রাখতে হবে, সেইসময়ে তিনি এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের কোনো প্রতিষ্ঠিত নেতা ছিলেন না, একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ছিলেন। এইসময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবন তথা সামাজিক জীবন এক সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছিল। একদিকে বহু শহিদের আত্মদানে অর্জিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যবহার করে আপোসকামী বুর্জোয়া নেতৃত্ব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পাকিস্তানি অত্যাচার-শোষণের পরিবর্তে বাংলাদেশি শোষক-লুটেরাদের শাসন কায়েম করেছে। অন্যদিকে ছাত্র-যুব সমাজ ও জনগণের মধ্যে শোষণমুক্ত সামাজিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকুতি সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তাঁদের সঠিক পথ দেখাবার মতো কোনো যথার্থ বিপ্লবী দল ও নেতৃত্ব ছিল না। এই পরিস্থিতিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা ও অসাধারণ সংগ্রামের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এক কঠিন ও কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হন। সেইসময় তাঁর কোনো পরিচিতি ছিল না, সঙ্গী-সাথী ছিল না, যোগাযোগ ছিল না, থাকা-খাওয়ার সংস্থান ছিল না। অন্যদিকে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) ও কমরেড শিবদাস ঘোষও বাংলাদেশে অপরিচিত নাম ছিল। এই অবস্থায় কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাসম্বলিত কয়েকটি পুস্তক হাতে নিয়ে তিনি নানাস্থানে ঘুরেছেন, বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবী যাকেই পেয়েছেন, তাঁকেই এইসব পুস্তক দিয়েছেন, নিজের উপলব্ধি অনুযায়ী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন।

এই প্রক্রিয়ায় সদ্য সংগঠিত যৌবনোদ্দীপ্ত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল(জাসদ)-এর অনেক নেতৃবৃন্দ ও সংগঠক তাঁর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি আকৃষ্ট হন। জাসদের কোনো স্তরের সদস্য কিংবা সাংগঠনিক দায়িত্বে না থাকার পরও ওই দলটির নেতৃত্বের একাংশের ওপর তিনি আদর্শগত ছাপ ফেলতে সক্ষম হন। বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণের মার্কসবাদী বিচারধারা এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার আলোকে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল গঠনের নীতিগত ও পদ্ধতিগত সংগ্রামের শিক্ষা কমরেড মুবিনুল হায়দার যে মাত্রায় জাসদের বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছেন, সেখানে নিয়ে গেছেন। তাঁর সাথে যারা ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, তাদের বিপ্লবী কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বিপ্লবী দল গড়ে তোলার আদর্শগত ও সাংগঠনিক সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে ওঠেন জাসদ-এর একদল নেতা-কর্মী। এদেরই একটি অংশ পরবর্তীতে জাসদ নেতৃত্বের হঠকারিতা, আপোসকামিতা, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভ্রান্তির বিরুদ্ধে দলের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

এই নেতাকর্মীদের নিয়ে তিনি ১৯৮০ সালে 'প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন' হিসাবে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(বাসদ) গড়ে তোলেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে নতুন করে বিপ্লবী দল গড়ে তোলার এই সংগ্রামের মূল কেন্দ্র ছিলেন কমরেড মুবিনুল হায়দার। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হলেও তাঁর নাম তখন প্রকাশ করা হয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধান নেতৃত্বে না থাকলেও বাসদ-এর অন্য সকল নেতাদের কাছে তিনি শিক্ষক ও নেতা হিসাবেই গণ্য ছিলেন। সঠিক লাইন ও সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের বিপর্যয় ও শোধনবাদের বিকাশ সম্পর্কিত যথার্থ মূল্যায়ন, বাংলাদেশের উৎপাদনপদ্ধতি-রাষ্ট্রচরিত্র প্রসঙ্গে অন্যান্য বাম দলের রণনীতি-রণকৌশলের সাথে স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরা, রবীন্দ্র-শরৎ-নজরুলসহ শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে মার্কসবাদী বিশ্লেষণ, শিক্ষা আন্দোলনে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা, সর্বহারা নৈতিকতা ও সংস্কৃতির আধারে কর্মীদের গড়ে তোলার প্রচেষ্টা – ইত্যাদি এদেশের বাম রাজনীতিতে বাসদ-এর একটি বিশিষ্ট অবস্থান তৈরি করে। বাসদ কর্তৃক ঘোষিত জীবনের সর্বক্ষেত্রব্যাপী মার্কসবাদ চর্চার লক্ষ্য নির্ধারণ, 'দলই জীবন, বিপ্লবই জীবন'–এই চেতনায় সর্বহারা শ্রেণিচেতনার মূর্ত রূপ হিসাবে দলের সাথে ব্যক্তিসত্তাকে একাত্ম করার ধারণা, নেতাকর্মীদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট যৌথজ্ঞানের ভিত্তিতে যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ গড়ে তোলা, কেন্দ্রীয় নেতাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম, গণচাঁদার ভিত্তিতে দলের আর্থিক ভিত্তি দাঁড় করানো, ব্যক্তিসম্পত্তিভিত্তিক পরিবারকেন্দ্রিক জীবনের স্থলে পার্টি মেস-সেন্টার গড়ে তুলে দলকেন্দ্রিক যৌথজীবনের ধারণা, জনগণের উপর নির্ভরশীল সার্বক্ষণিক কর্মী বা পেশাদার বিপ্লবী গড়ে তোলা, ব্যক্তিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে যৌথস্বার্থ ও যৌথচেতনাকেন্দ্রিক দলীয় সংস্কৃতি নির্মাণ – এই সকল ধারণা দলে নিয়ে আসা ও চর্চার ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করেছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

সর্বহারা নৈতিকতা ও উন্নত রুচি-সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে তাঁর জীবন, সংগ্রাম ও আচরণ দলের নেতাকর্মীদের সামনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে সবসময় ছিল। তিনি যখন যেখানে অবস্থান করেছেন, সবসময় নেতা-কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষসহ মার্কসবাদী অথরিটিদের জীবন ও শিক্ষাকে তুলে ধরেছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ-রাজনীতি-অর্থনীতি-ইতিহাস-রুচি-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতসহ জ্ঞানজগতের ও জীবনের সকল সমস্যা সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ধরানোর জন্য ক্লান্তিহীনভাবে আলাপ-আলোচনা করেছেন। নেতা-কর্মীদের চরিত্রের কাঠামো পাল্টানো ও বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তোলার সংগ্রাম করেছেন। নিজের হাতে তিনি অসংখ্য বিপ্লবী কর্মী, সার্বক্ষণিক ক্যাডার ও সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী তৈরি করেছেন। বাসদ-এর অভ্যন্তরে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যসহ বিপ্লবী দল গড়ে তোলার মূলনীতিগত প্রশ্নে মৌলিক পার্থক্য দেখা দিলে ২০১৩ সালের ১২ এপ্রিল কমরেড মুবিনুল হায়দারকে আহ্বায়ক করে বাসদ-কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি নামে নতুন দল গঠিত হয়, যা পরে কনভেনশনের মাধ্যমে বাসদ(মার্কসবাদী) নাম গ্রহণ করে। আদর্শগত প্রশ্নে পুরনো দলে বাহ্যিক সম্মান-প্রতিষ্ঠা ও নিরাপদ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে ৮০ বছর বয়সে শূন্য হাতে নতুন করে সংগ্রাম শুরু করার ঘটনা কমরেড মুবিনুল হায়দারের দৃঢ় চরিত্র, উচ্চ মনোবল ও গভীর আদর্শনিষ্ঠার পরিচায়ক।

নতুন দল গড়ে তোলার সংগ্রাম যখন শুরু হয়, তখন তিনি একের পর এক রোগের আক্রমণে গুরুতর অসুস্থ। ইতোপূর্বে তাঁর হার্টে বাইপাস সার্জারি হয়েছে, তারপর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন, নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ায় ব্রেনে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, ব্রেনে মাইল্ড স্ট্রোকও হয়। ফলে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে আগের মতো সুস্থ ও সক্ষম ছিলেন না। অন্যদিকে নতুন দলে মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিক চিন্তাপদ্ধতি গড়ে ওঠার স্তরে থাকায় অধিকাংশ নেতা ও কর্মী এই প্রক্রিয়ায় চিন্তা করতে ও আলোচনা করতে সক্ষম হয়ে ওঠেনি। তাঁকে কার্যকরীভাবে সাহায্য করার মতো ও ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত করতে সক্ষম উপযুক্ত নেতাও গড়ে ওঠেনি, ফলে বহু সিদ্ধান্তই তাঁকে এককভাবে নিতে হয়েছে। এই সঙ্কট কাটানোর লক্ষ্যে ২০১৭ সালে পার্টি সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মাধ্যমে অতীতের ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে পার্টির আদর্শগত ও সাংগঠনিক কেন্দ্রীকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করে। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীরও খোলামেলা সমালোচনা হয়, তিনি তা গ্রহণ করেন। এটা তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বের দিক।

সামগ্রিকভাবে বলা চলে, কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সংগ্রামের ফলে বাংলাদেশে মার্কসবাদের এক সঠিক উপলব্ধি ও জীবনব্যাপী চর্চার আন্দোলন শুরু হয়, বিপ্লবী রাজনীতিতে উন্নত চরিত্র ও সংস্কৃতি অর্জন যে অপরিহার্য – কমরেড শিবদাস ঘোষের এই মূল্যবান শিক্ষার প্রভাব সৃষ্টি হয়। বহু ছাত্র-যুবক অনুপ্রাণিত হয়, বামপন্থী আন্দোলনে এক নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়। দলের নেতাকর্মীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক আবেগপূর্ণ, বন্ধুত্বমূলক ও খোলামেলা ছিল।

আমাদের দল বর্তমানে যখন বাইরের ও ভিতরের বিভিন্ন আদর্শগত আক্রমণকে পরাস্ত করে, ভুলভ্রান্তিমুক্ত হয়ে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় নতুন স্তরে উন্নীত হওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে, তখন সংগ্রামী নেতা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর এই মৃত্যু আমাদের কাছে এক বিরাট ক্ষতি হিসাবে এসেছে। এই গভীর শোকের মুহূর্তে আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে, উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জনের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে প্রয়াত নেতা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর অপূর্ণ স্বপ্ন বাংলাদেশে যথার্থ শক্তিশালী সাম্যবাদী দল গঠনের সংগ্রাম এবং একইসাথে তীব্রতর শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী লাল সালাম!

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

সবকিছু আকর্ষণ ত্যাগ করে বিপ্লবী সংগ্রামে সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি এদেশে থাকাকালীন কংগ্রেস সরকারবিরোধী বহু গণআন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে কয়েকবার কারাবরণ করেন ও পুলিশী নির্যাতন সহ্য করেন।

এদেশে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে, গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুর আন্দোলনে, যুব-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামী তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং একজন সুদক্ষ সংগঠক হিসাবে গড়ে ওঠেন। তিনি দিল্লি ও হরিয়ানা রাজ্যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সংগঠন গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না পেলেও তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় ও তাঁর সাহচর্যে মার্কসবাদী দর্শন ব্যাখ্যায়, আন্তর্জাতিক-জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রশ্নে মনোজ্ঞ আলোচনায় বিপ্লবী দল এবং শ্রেণি ও গণসংগঠন গঠনে, বিপ্লবী আদর্শ ও দলের প্রতি তরুণদের প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি ও মানবিক মূল্যবোধ-বিবেক-মনুষ্যত্ব জাগানোতে মর্মস্পর্শী আবেদনে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা প্রচার ও বিপ্লবী দল গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলাকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৭২ সালে তাঁর জন্মভূমি বাংলাদেশে যান এবং সম্পূর্ণ একাকী সংগ্রাম শুরু করে সকল বাধাবিঘ্ন, প্রতিকূলতাকে জয় করে বহু ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও গরিব সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে বাংলাদেশে যথার্থ সাম্যবাদী দল বাসদ (মার্কসবাদী) প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত ও বার্ধক্যজনিত দৈহিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি এই বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

সর্বহারার মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষায় উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি ও উন্নততর জ্ঞানের অধিকারী হয়ে বাংলাদেশ ও ভারতে বহু মানুষের হৃদয়ে তিনি মহান বিপ্লবী যোদ্ধা ও অতি উজ্জ্বল চরিত্র হিসাবে সুগভীর শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, আরবভূমিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা প্রচারে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উন্নত সংস্কৃতি ও চরিত্রের অধিকারী এই বিপ্লবী যোদ্ধা শোষিত জনগণের প্রতি দরদবোধে উন্নততর, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্যসম্পন্ন, প্রতিকূল সংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সাহসী, বিপ্লবী আদর্শ কর্মনিষ্ঠায় অবিচল, জুনিয়ার কর্মীদের প্রতি স্নেহপ্রবণ, আত্মপ্রচারবিমুখ ও নিরহঙ্কারী ছিলেন।

ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

আমাদের দল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের যথার্থ সাম্যবাদী দল বাসদ (মার্কসবাদী) সদ্যপ্রয়াত কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর স্বপ্ন ও সাধনাকে সফল করার উদ্দেশ্যে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকাকে ঊর্ধ্বে বহন করে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে এগিয়ে যাবে।

আমাদের দল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মহান আন্তর্জাতিকাবাদে বিশ্বাসী বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের বাসদ (মার্কসবাদী) ও এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) উভয় দলের বৈপ্লবিক সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক বজায় থাকবে ও শক্তিশালী হবে।

আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী লাল সালাম।

বাসদ (মার্কসবাদী) জিন্দাবাদ

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ

সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

আপনাদের সকলকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে লাল সালাম জানাচ্ছি
বিপ্লবী অভিনন্দনসহ,
প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

বাসদ(মার্কসবাদী)-র ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী

সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়-দল পরিচালনাকে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গঠিত ৩০ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম পরবর্তী কনভেনশন পর্যন্ত পার্টির সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটি ও কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরাম আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হলো।

সভায় মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রয়াত নেতা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর অপূর্ণ স্বপ্ন বাংলাদেশে যথার্থ শক্তিশালী সাম্যবাদী দল গঠনের সংগ্রাম এবং একইসাথে তীব্রতর শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

উল্লেখ্য, বাসদ(মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী নিউমোনিয়াসহ গুরুতর অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে গত ৬ জুলাই ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

সুন্দরবন রক্ষায় প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশী রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করতেই হবে

দক্ষিণ আমেরিকার চিরসবুজ সুবিস্তৃত আমাজন বনাঞ্চলকে বলা হয় বিশ্বের ফুসফুস। তেমনি সুন্দরবনকে বলা হয় বাংলাদেশের ফুসফুস। সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। একই সঙ্গে বন, জলাভূমি, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত এমন প্রাকৃতিক বন পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। নজরকাড়া নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ বন সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। সারা দেশের মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর আনুমানিক মোট প্রজাতি ১১ হাজার ৮০০টির মধ্যে সুন্দরবনেই আছে ২ হাজার ২০০। বৈশ্বিকভাবে বিপদাপন্ন ৩১টির বেশি প্রজাতি আছে এখানে। সুন্দরবনে মোট উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ৩৩৪। বিশ্বের মোট ৪৮ প্রজাতির শ্বাসমূলীয় বৃক্ষের মধ্যে সুন্দরবনেই রয়েছে ১৯টি। সুন্দরবনের প্রায় ৬২ শতাংশ বাংলাদেশে। পৃথিবীর বেশির ভাগ ম্যানগ্রোভ বনে দুই থেকে তিন প্রজাতির শ্বাসমূল রয়েছে। আর সুন্দরবনে ছয় ধরনের শ্বাসমূল দেখা যায়। এই ঘন বনাঞ্চল বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও এক প্রতিরোধ দুর্গ। সুন্দরবন কতবার যে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেছে, তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। এখন তো প্রায় প্রতিবছরই এসব দুর্যোগ মোকাবেলা করছে সুন্দরবন। ১৯৮৮ ও ১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ সালে সিডর, ২০০৯ সালে আইলা, ২০০৬ সালে রোয়ানু, ২০১৮ সালে বুলবুল, ২০১৯ সালের ফণী, ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আম্পান এবং এ বছরের ইয়াস প্রভৃতির মতো শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ঠেকাতে খুলনাসহ উপকূলীয় অঞ্চলে ঢাল হিসেবে কাজ করেছে সুন্দরবন। বরাবরই এ বন মায়ের মতো বুক পেতে ঝড়ের আঘাত থেকে রক্ষা করেছে উপকূলীয় মানুষের জীবন-জীবিকা, আবাসস্থল। নানা বৃক্ষের মজবুত বেষ্টনী আর অসংখ্য নদীনালা বছরের পর বছর ধরে প্রাণী ও সম্পদ রক্ষা করে আসছে। নিজে ক্ষত-বিক্ষত হলেও উপকূলের তেমন ক্ষতি হতে দেয়নি। কিন্তু শাসকশ্রেণির হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে উপকূলীয় এলাকার রক্ষাকবচ সুন্দরবন বিপর্যস্ত। ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিলেও বনের আশপাশে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ নানা স্থাপনা নির্মাণের কারণে সুন্দরবনের ওই তালিকায় অবস্থান ঝুঁকিতে পড়েছে।

ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার এবং ইন্টারন্যাশনাল কনজারভেশন ইউনিয়ন (আইইউসিএন) বলেছে, এমন সম্ভাবনা খুব প্রবল যে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণ সুন্দরবনের অপূরণীয় ক্ষতি করবে। তাই ২০১৯ সালে ইউনেস্কোর ৪৩তম সাধারণ সভায় সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় রাখতে ৯টি শর্ত দেওয়া হয়েছিল। এ সব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এ বছরই সুন্দরবন বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অবস্থান বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল। তবে কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞ কমিটি এ বছর সিদ্ধান্ত না নেওয়ার সুপারিশ করে বলেছে, আগামী সম্মেলনের আগে বাংলাদেশকে তার অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে। আগামী সম্মেলন হবে ২০২২ সালের জুলাইয়ে। বাংলাদেশকে শর্ত পূরণের প্রতিবেদন জমা দিতে হবে আগামী বছর ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এরই মধ্যে সরকারের একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। তাদের দাবি ইউনেস্কোর প্রায় সব শর্ত পূরণ করেছেন তারা। কিন্তু পরিবেশবাদীরা বলছেন, সরকার যে প্রতিবেদন দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে নানা অসঙ্গতি।

এভাবেই স্বার্থান্ধ শাসকেরা লোভের বশে খ্যাতনামা দেশি-বিদেশি জীববিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ, দেশের সকল বাম প্রগতিশীল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের সকল মতামত উপেক্ষা করে অব্যাহত রেখেছে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ। সারা পৃথিবীতে যখন কয়লাভিত্তক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, তখন আমাদের দেশে শুধুমাত্র নতজানু পররাষ্ট্র নীতিতে সাম্রাজ্যবাদী ভারতকে তুষ্ট করতে সুন্দরবনের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে চিহ্নিত এ প্রকল্পটি কোনোভাবেই বন্ধ করছে না বর্তমান সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এ কেন্দ্র অত্যন্ত প্রয়োজন–এ কথাই প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু বিগত কয়েক মাসের দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিস্থিতি লক্ষ করলে দেখা যায় সরকারের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী দেশে গ্রীষ্মকালেও বিদ্যুতের চাহিদা ১২ হাজার মেগাওয়াটের উপরে ওঠে না। শীতে সেটি আট হাজারে নেমে আসে। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১২ হাজার ৮০০ মেগাওয়াটের বেশি কখনোই উৎপাদন করতে হয়নি। অথচ দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ২১ হাজার মেগাওয়াট। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত ১০ বছরে সরকার বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি দিয়েছে ৫২ হাজার ২৬০ কোটি টাকা। যার বেশিরভাগ ব্যয় হয়েছে অলস বসে থাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর জন্য। জনগণের কষ্টার্জিত কোটি কোটি টাকার অপব্যয় ছাড়া একে আর কী বলা যেতে পারে।

সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী 'পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিকল্পনা বাতিল' করেছে। কিন্তু এ পরিকল্পনায় রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নেই। পুরোদমে চলছে রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ। ডিসেম্বরের মধ্যেই এ বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন করতে চায় সরকার। সেই সাথে চরম পরিবেশ বিপর্যয়ের হুমকি মাথায় নিয়েই তৈরি হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। পরিবেশগত প্রভাবের কারণেই যদি সরকার এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বাতিল করে থাকে তাহলে প্রশ্ন উঠে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র কী পরিবেশের ক্ষতি করবে না?

সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছিল রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পে পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যবহার করা হবে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি এবং উন্নত কয়লা। প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে ভারত থেকে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য নিম্নমানের কয়লা আমদানি শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কয়লা আরও আমদানির চুক্তিও করা হয়েছে।

এর প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতিতে রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুকেন্দ্রসহ 'প্রাণ-প্রকৃতি মানুষ বিনাশী মিথ্যাচার, অনিয়ম, অস্বচ্ছতায় ভরা জবরদস্তিমূলক' সব প্রকল্প বাতিলের দাবি জানিয়েছে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি। বিবৃতিতে বলা হয়, "ভারতীয় একাধিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, 'রামপাল বিদ্যুকেন্দ্রের জন্য ভারতের ঝাড়খন্ডের ধানবাদ থেকে এনে কলকাতা বন্দরে ৩ হাজার ৮০০ টন কয়লা খালাস করা হয়েছে যা বাংলাদেশের মংলা বন্দরে পাঠানো হচ্ছে।' সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, 'পরীক্ষামূলকভাবে এই বিদ্যুকেন্দ্র চালানোর জন্য এই কয়লা আমদানি করা হচ্ছে।' প্রকাশিত সংবাদে আরও জানানো হয়েছে যে, 'পুরোদমে বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হলে প্রতি মাসে কলকাতা থেকে ২০ হাজার টন কয়লা সরবরাহ করা হবে।' এদিকে সরকার দাবি করছে, বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য নয় এই কয়লা আনা হচ্ছে 'কেবল কোল স্টোকইয়ার্ডফ্লোরে ব্যবহার করার' জন্য। প্রতি মাসে ২০ হাজার টন কয়লা ব্যবহার হবে এই কাজে? বলাই বাহুল্য, ব্যবহার তো বটেই, এই নিকৃষ্ট কয়লা পরিবহনেই সুন্দরবনের ক্ষতি হবে অপূরণীয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'ভারত থেকে কয়লা আনার ক্ষেত্রে রায়মঙ্গল-চালনা-মংলা রুট ব্যবহার করা হচ্ছে যা সুন্দরবনের ভেতরের বলেশ্বর, শিবসা, শাকবাড়িয়া, আড়পাঙ্গাশিয়া, কালিন্দী, পানগুছি ও রায়মঙ্গল নদী ক্ষতিগ্রস্ত করবে। প্রতি মাসে ভারত থেকে ৩০টি ও আকরাম পয়েন্ট থেকে ৮০টি কয়লাবাহী জাহাজ এসব নদী দিয়ে চলাচল করবে। গত ১০ বছরে সুন্দরবনের শ্যালা, পশুর, কুঙ্গা ও ভৈরব নদীতে ১১টি এবং ভারতের অংশে ৯টি কার্গো ফ্লাইঅ্যাশের জাহাজ ডুবে যায়, যার মাধ্যমে প্রায় ৬ হাজার টন ফ্লাইঅ্যাশ, ৫ হাজার টন কয়লা, ৩৭০ টন জ্বালানি তেল, ৫০০ টন পটাশিয়াম, ১ হাজার ৩৬ টন জিপসাম ও ৭০০ টন গম সুন্দরবনের নদী ও বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ঘিরে এর ভয়ঙ্কর দূষণের সঙ্গে কয়লা পরিবহনের দূষণ যুক্ত হয়ে সুন্দরবনের পানি, মাটি, গাছপালা ও প্রাণিসম্পদের যে ক্ষতি হবে তাতে বিশ্ব ঐতিহ্য ও বাংলাদেশের এই প্রাকৃতিক ঢাল নিশ্চিতভাবেই ধ্বংসের মুখে পড়বে।"

শুধু এই কয়লা পরিবহনের কারণে সুন্দরবনে যান্ত্রিক যানবাহনের চলাচল বাড়বে। তাদের তেল-ময়লায় নদী দূষিত হবে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগ পরিচালিত এক গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে সুন্দরবনের পশুর নদের প্রতি লিটার পানিতে তেলের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ১০ দশমিক ৮ মিলিগ্রাম (স্বাভাবিক মাত্রা হলো ১০ মিলিগ্রাম)। আর ২০১৮-১৯ সালে সেটা চলে গেছে ৬৮ মিলিগ্রামে। পানিতে তেলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বনের নানা প্রজাতির, নানা আকারের জলজ প্রাণী। নৌযান চলাচল করা রুটের বনের পাশে এখন হরিণ, বানরসহ অন্যান্য বন্য প্রাণীর চলাচল ক্রমেই বিরল হয়ে পড়ছে। সুন্দরবনের নদীতে তেল, ছাই আর কয়লাবাহী জলযানের ডুবে যাওয়ার কারণে নদী বাস্তুতন্ত্র ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন।

পরিবেশবাদীদের মতে, যে ধরনের ছাই এ পথে পরিবহন করা হয় তাতে ভারী বিষাক্ত ধাতু রয়েছে, যা সুন্দরবনের প্রকৃতি এবং পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি এক কেজি কয়লা পোড়ার পর ৩৪০ গ্রাম ছাই উৎপাদিত হয়। এ ধরনের বিষাক্ত ছাইয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে ১০০ গুণ বেশি বিকিরণ ক্ষমতা রয়েছে। জাহাজডুবির কয়লা নদীর ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয় ঘটায়। পরিবেশ সুরক্ষাকর্মী এবং প্রকৌশলী ইকবাল হাবিবের মতে, নদীতে ডুবে যাওয়া কয়লার সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন প্রভৃতি সুন্দরবনের পানি, জীব ও বায়ুমণ্ডল দূষিত করবে। আর ক্ষতিকর মিথেন গ্যাস সুন্দরবনের শ্বাসমূল উদ্ভিদ ও মাছের প্রজননের ক্ষতি করবে।

সবদিক বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাংলাদেশের মানুষ, প্রাণিকূল প্রকৃতি পরিবেশের জন্য শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয় বরং ভয়াবহ ক্ষতিকর। দেশের বামপন্থী পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো তাই লংমার্চ-রোডমার্চ প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু জনবিচ্ছিন্ন সরকার ক্ষমতা যেনতেন প্রকারে টিকিয়ে রাখতে মুষ্টিমেয় লোকের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষায় আর সাম্রাজ্যবাদী ভারতের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করে চলছে। এই অন্যায় জনস্বার্থবিরোধী প্রকল্পটি বাতিলে সরকারকে বাধ্য করাতে জনপ্রতিরোধই এখন সুন্দরবন রক্ষার একমাত্র উপায়।

ব্যাটারিচালিত রিকশা-ইজিবাইক নিষিদ্ধ নয়, আধুনিকীকরণ করে বৈধ কর

বাংলাদেশের শহর-মফস্বল-গ্রাম সর্বত্রই যে জিনিস সমানভাবে চোখে পড়ে তা হলো ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক। ব্যাটারিচালিত এসব যানবাহন দ্রুত জনপ্রিয় হয়েছে। অল্প খরচে সব জায়গায় চলাচল উপযোগী এ যান মানুষের জীবনযাত্রাকে অনেক সহজ করেছে। একদিকে চালকের অমানবিক পরিশ্রম-কষ্ট কমিয়েছে, একইসাথে প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দাদের কষ্টসাধ্য অনেক কাজকে সহজ করেছে। হাটবাজার, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে রোগী পরিবহনসহ গ্রামীণ জীবনের নিত্যসঙ্গী এসব যানবাহন। ফলে কোটি কোটি বেকারের দেশে ব্যাটারিচালিত যানবাহন খুব দ্রুত হয়ে উঠেছে লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের মাধ্যম। গণমাধ্যমের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১৫-১৭ লাখ ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলছে। এসকল যানবাহনের উপর নির্ভরশীল চালক-মালিক-ব্যবসায়ী-যাত্রী-মিস্ত্রী মিলে বিরাট সংখ্যক মানুষ। অর্থাৎ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে চলতি কথার 'অটো' গাড়িগুলো।

অথচ ছোট এ যান আলোচিত হয় তার সামাজিক-অর্থনৈতিক গুরুত্বের জন্য নয়, বরং সমালোচিত হয় সামাজিক বিশৃঙ্খলার উপাদান হিসেবে। এর চালক বা যাত্রীরা যেমন এ রাষ্ট্রে ব্রাত্য, যানবাহনটিও তেমনি উপেক্ষিত। মাঝে মাঝেই বিপুল জনপ্রিয় এ যানবাহনটির উপর খড়গহস্ত হয়ে ওঠে রাষ্ট্র। কখনও চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, কখনও আটক, কখনওবা বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া। সর্বশেষ গত ২০ জুন সড়ক পরিবহন বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের এক সভা শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন দেশে সকল ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা-ভ্যান বন্ধের। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকার কথা একবারও ভাবলেন না তারা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অটোরিকশা বন্ধের যুক্তি হিসেবে বললেন – 'রিকশার সামনের চাকায় ব্রেক আছে। পেছনের চাকায় ব্রেক নেই। এগুলোতে ইঞ্জিন লাগিয়ে চালানোর কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সারা দেশে ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ জারি হবে।'

এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে রিকশা চালক-মালিক ও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। প্রথমত ব্রেক বা অন্য কোনো কাঠামোগত সমস্যার জন্য সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য যানবাহন সরকার নিষিদ্ধ করতে পারে না। ব্রেকের সমস্যা বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট চালক-মিস্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে সমাধান করা কোনো আহামরি বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত সড়ক দুর্ঘটনার যে কথা বলেছেন সেখানেও রয়েছে ফাঁকি। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫০০০ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। রিপোর্ট অনুযায়ী এর বেশিরভাগ ঘটে বড় গাড়ি – বাস, ট্রাক, মাইক্রো ইত্যাদিতে। অতিরিক্ত গতি, ফিটনেসবিহীন গাড়ি, চালকের অদক্ষতা ইত্যাদি হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। এসকল সমস্যা পাশ কাটিয়ে কেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সড়ক দুর্ঘটনার দায় ব্যাটারিচালিত যানবাহনের ওপর দিচ্ছেন? এর বাইরে সরকার অনেকসময় বলে থাকেন – ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ব্যাটারি চার্জ করার কারণে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের অপচয় হচ্ছে। অথচ এটা কোনোভাবেই বিদ্যুতের অপচয় নয়। বরং এ খাতে অল্প বিদ্যুৎ ব্যয়ে আমরা অনেক রিটার্ন পাচ্ছি। অপরদিকে সরকার বলছে, দেশ এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সরকারি হিসেবে প্রতিদিন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৬ হাজার মেগাওয়াট। তার বিপরীতে চাহিদা গ্রীষ্মকালে ১২ হাজার মেগাওয়াট, শীতকালে ৮ হাজার মেগাওয়াট। উৎপাদনক্ষম অনেক বিদ্যুৎপ্ল্যান্টকে অলস বসিয়ে রেখে সরকার হাজার কোটি টাকা গচ্চা দিচ্ছে। অথচ প্রতিদিন ব্যাটারিচালিত যানবাহন চার্জের জন্য প্রয়োজনীয় ১-২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ অতিরিক্ত উৎপাদন করলে অলস পড়ে থাকা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে কিছুটা কাজে লাগানো যেত। এতে সবদিক থেকেই জনগণ লাভবান হতো। কিন্তু সরকার সে পথে না গিয়ে উল্টো ব্যাটারিচালিত যানবাহন বন্ধ করতে চায় কার স্বার্থে? অনেকসময় শহরাঞ্চলে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের কারণে যানজট সৃষ্টি হয় – এ অজুহাতে সেগুলো বন্ধের আলাপ ওঠে। যদিও এ আলাপ ওঠে চকচকে প্রাইভেট কারে যারা আরামে চলাফেরা করতে চান সেসব উচ্চমধ্যবিত্ত বা ধনীদের দিক থেকে। যানজটের মূল কারণ কিন্তু অটো বা রিকশা নয়। মূল সমস্যা প্রয়োজন অনুযায়ী রাস্তা না থাকা বা প্রশস্ততা কম থাকা, অপরিকল্পিত নগরায়ন ইত্যাদি। এ সকল সমস্যার সমাধান না করে দায় চাপানো হচ্ছে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের উপর। এক্ষেত্রে শহরে প্রয়োজন অনুযায়ী অটোরিকশার লাইসেন্স প্রদান, টার্মিনাল নির্মাণ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম সরকার যেসকল সমস্যার কথা বলে ব্যাটারিচালিত যানবাহন বন্ধ করতে চায়, সেসব সমস্যা সমাধানযোগ্য। পাশাপাশি ব্যাটারিচালিত যানবাহনের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে কেন সরকার বারবার বিভিন্ন কৌশলে এমন গুরুত্বপূর্ণ যানবাহন বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়? এর কারণ – আমাদের দেশের পরিবহন খাত মুনাফালোভী একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেটের দখলে। তারা জনগণকে জিম্মি করে হাজার কোটি টাকা মুনাফা লোটে। বাস্তবে তারাই সরকার। পরিবহন খাতের সকল সিদ্ধান্ত তাদের স্বার্থেই নেওয়া হয়। ব্যাটারিচালিত যানবাহনের মূল্য কম হওয়াতে গরিব সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষও এগুলোর মালিকানা লাভ করেছে। ফলে সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের মুনাফার বিরাট অংশ হাতছাড়া হচ্ছে। পরিবহন খাতের এই সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী চক্রের মুনাফালোভের বলি হতে হচ্ছে ব্যাটারিচালিত যানবাহন ও তাদের মালিক-যাত্রীদের। সরকার এই সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

সরকার লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান, কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের অল্প পয়সার যাতায়াত সুবিধার কথা চিন্তা করে না। ফলে কখনও আইন করে ব্যাটারিচালিত রিকশা নিষিদ্ধ করে। পুলিশ দিয়ে হয়রানি করে। জরিমানা করে, হাতুড়ি-বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়। সরকারের এ মনোভাবের কারণে সরকার দলীয় নেতাকর্মী, স্থানীয় মাস্তান-পুলিশ সবাই অবাধে চাঁদাবাজি করে ব্যাটারিচালিত যানবাহন থেকে। একদিকে আইনি নিপীড়ন, অন্যদিকে চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের মেহনতকারী চালক। রাষ্ট্রীয় প্রচারণার ফলে এসকল শ্রমজীবী মানুষও ভাবে অটোরিকশা চালানো যেন অপরাধ। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় ব্যাটারিচালিত যানবাহন চালানো কোনো অপরাধ নয়। বরং দেশের মানুষের বিরাট উপকারে আসছে এসকল যানবাহন।

সরকারের উচিত ছিল দ্রুত এ সকল যানবাহনের লাইসেন্স দিয়ে একটা নীতিমালার আওতায় নিয়ে আসা। কিন্তু সরকার তা না করে বারবার যে নিপীড়ন করছে, তাতে সরকার গণবিরোধী কাজ করছে। সরকারের এসকল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিরামহীন আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া ব্যাটারিচালিত যানের চালক-মালিকদের ভিন্ন কোনো পথ নেই। সরকার দলীয় নেতাকর্মী-পুলিশ কেউই শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবে না। ব্যাটারিচালিত যানবাহনসমূহের চালক-মালিক-যাত্রী মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল অন্যায় সিদ্ধান্ত এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেই কেবল ন্যায্য অধিকার পাওয়া সম্ভব।

সাম্যবাদ

সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ও শিবদাস ঘোষ স্মরণ

গত ৫ আগস্ট ২০২১ বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা মহামতি কমরেড ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর ১২৬তম ও কমরেড শিবদাস ঘোষের ৪৬তম মৃত্যুদিবসে বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন ও পরবর্তীতে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী কমরেড ফখরুদ্দিন কবির আতিক, নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড মানস নন্দী, কমরেড জহিরুল ইসলাম, কমরেড নাঈমা খালেদ মনিকা প্রমুখ।

"রাষ্ট্রীয় চিনিকল বন্ধ ও আখচাষিদের সংকট: কারণ ও প্রতিকার" শীর্ষক
মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুন ২০২১ সকাল ১০টায় বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের উদ্যোগে চিনিকল শ্রমিক ও আখচাষিদের জীবন-জীবিকা রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে "রাষ্ট্রীয় চিনিকল বন্ধ ও আখচাষিদের সংকট: কারণ ও প্রতিকার" শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন দৈনিক সমকাল সম্পাদক আবু সাঈদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. তানজীমউদ্দিন খান, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা, অ্যাডভোকেট মো. ওয়ালিউর রহমান দোলন, শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেডের প্রাক্তন সিবিএ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বুলু আমিন, সেতাবগঞ্জ চিনিকল রক্ষা ও আখচাষি আন্দোলনের নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন, বাংলাদেশ আখচাষী ইউনিয়ন রংপুর চিনিকল লিমিটেডের সভাপতি আতোয়ারুল ইসলাম নান্নু, বাংলাদেশ কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাংলাদেশ কৃষক-ক্ষেতমজুর সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন দুলাল, বাংলাদেশ আখচাষী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি আনছার আলী দুলাল, শ্যামপুর সুগার মিলস লিমিটেডের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক প্রকাশ দত্ত, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হাবীব সাঈদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

'গৃহকর্মী অধিকার রক্ষা কমিটি'
সেগুনবাগিচায় আঞ্চলিক কমিটি গঠন

গত ১৮ জুলাই ২০২১ বিকাল পাঁচটায় 'গৃহকর্মী অধিকার রক্ষা কমিটি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সভায় সেগুনবাগিচা এলাকার আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত ও ঢাকা নগর শাখার আহ্বায়ক তসলিমা আক্তার বিউটি। তৌফিকা লিজাকে আহ্বায়ক করে গঠিত ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির অন্য সদস্যবৃন্দ হলেন: সুফিয়া আক্তার, সঞ্জিতা আক্তার, আনোয়ারা বেগম, কমলা খাতুন, সাহিদা বেগম, জরিনা আক্তার, নাজমা বেগম, পিয়ারা বেগম, নূরনাহার খাতুন, সাফিয়া বেগম, রাহেলা খাতুন, মলিনা খাতুন, পারুল আক্তার, মিম আক্তার, জুলেখা বেগম, মর্জিনা খাতুন, আজহারা বেগম, শান্তি আক্তার, আয়েশা খাতুন, রাবেয়া আক্তার, মমতাজ বেগম, মালেকা বেগম, মোমেনা খাতুন, আমেনা বেগম। কমিটির সদস্যবৃন্দ গৃহকর্মীদের বিভিন্ন দাবিতে ভবিষ্যতে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী স্মরণে চারণের উদ্যোগে
'সংশপ্তক বহমান' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রাক্তন সমন্বয়কারী আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী স্মরণে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৪ জুলাই ২০২১ অনলাইনে 'সংশপ্তক বহমান' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং চারণের প্রাক্তন সংগঠকগণ আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর জীবন-সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা, পথনির্দেশ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন আলোচকবৃন্দ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন টেলিভিশন, চলচ্চিত্র এবং মঞ্চ অভিনেতা আমিরুল হক চৌধুরী; নাট্যকার, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালক মামুনুর রশীদ; মির্জা গালিব গবেষক, লেখক ও অনুবাদক জাভেদ হুসেন; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মনজুরুল আলম; সঙ্গীতশিল্পী ও গীতবিতান বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ অনিমেষ বিজয় চৌধুরী; এশীয় শিল্প সংস্কৃতি সভার সভাপতি ডা. জহিরুল ইসলাম কচি; ত্রৈমাসিক নতুন দিগন্ত-এর নির্বাহী সম্পাদক মযহারুল ইসলাম বাবলা; সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র সমালোচক বিধান রিবেরু; চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রাক্তন সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান; সংস্কৃতি কর্মী কে বি আল আজাদ; গণসংস্কৃতি ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লালটু; 'কাউন্টার ফটো'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সম্পাদক আলোকচিত্রী সাইফুল হক অমি; চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ময়মনসিংহ জেলার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক নাহিদ ইসলাম প্রমুখ।

সকলের জন্য করোনা টিকা ও বিনামূল্যে চিকিৎসার দাবিতে
বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের প্রচারাভিযান

'সকলের জন্যে টিকা ও বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত কর'–এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করছে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে সকলের জন্য বিনামূল্যে করোনা টিকা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার দাবির পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে টিকা গ্রহণে অনীহা ও টিকা নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্যে এই সংগঠনের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় চলেছে প্রচার কার্যক্রম। ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, গাজীপুর, নোয়াখালী, ফেনী, গাইবান্ধা, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের কর্মী-সংগঠক-ভলান্টিয়াররা প্রচারণা চালান। সংগঠনের কর্মীরা জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা দূর করছেন। লিফলেটের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য তুলে ধরার পাশাপাশি গ্রহণ করেছেন বিনামূল্যে করোনা টিকা রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দেবার ব্যবস্থাও। টিকা গ্রহণে কী কী সুবিধা, করোনা আক্রান্ত হলেও টিকা নিতে হবে কিনা, গর্ভবতী বা স্তন্যদায়ী মায়েরা টিকা নিতে পারবে কিনা, টিকাগ্রহণে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ভয় পাব কিনা, এলার্জি-ডায়াবেটিস-হৃদরোগ থাকলে টিকা নেওয়া যাবে কিনা, ভাইরাস রূপ পরিবর্তন করলে টিকার কার্যক্ষমতা অক্ষত থাকবে কিনা, টিকা নেওয়ার পর স্বাস্থ্যবিধি মানার প্রয়োজন আছে কিনা–এই রকম নানা প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা তারা তুলে ধরছেন। অস্বচ্ছল মানুষকে ঔষধ দিয়ে সহায়তা করাও তাদের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে। এই কার্যক্রমে সারা দেশে আরও ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করছে বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র। তারা মনে করেন–করোনা মহামারি মোকাবেলায় জনসচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু করোনারোগের এখনও কোনো কার্যকর ঔষধ আবিষ্কৃত হয়নি, সেহেতু করোনা টিকা গ্রহণই করোনা রোগ দূর করতে কার্যকর পন্থা।

গাইবান্ধায় বাসদ (মার্কসবাদী)'র বাজার সভা অনুষ্ঠিত

করোনামহামারিতে খাদ্য, নগদ অর্থ, টিকা-চিকিৎসা নিশ্চিত, কৃষিঋণ মওকুফ, এনজিও, মহাজনী ঋণের কিস্তি মওকুফ এবং সকল প্রকার দুর্নীতি-লুটপাটের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ৫ আগস্ট ২০২১ সন্ধ্যা ৭টায় গিদারী ইউনিয়নের পালপাড়া বাজারে ইউনিয়ন সংগঠক আয়নাল হক-এর সভাপতিত্বে এক বাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবান্ধা জেলা শাখার আহ্বায়ক কমরেড আহসানুল হাবিব সাঈদ, গিদারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কৃষক নেতা প্রভাষক কমরেড গোলাম সাদেক লেবু, আশরাফুল ইসলাম লিটন প্রমুখ।

অটোরিকশা-ভ্যান বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ২৭ জুন ২০২১ সকাল ১০.৩০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন এবং অটোরিকশা-ভ্যান শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে অটোরিকশা-ভ্যান বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি রাজু আহমেদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, অটোরিকশা শ্রমিক ফখরুল, জহির, মোহাম্মদ আমিনুল, মোহাম্মদ রুবেল, শ্রমিক নেতা ভজন বিশ্বাস, মাসুদ রানা প্রমুখ। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে অটোরিকশা-ভ্যান বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিল করে পরিবহন খাতে অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানান।

শ্রমিকের খাদ্য-চিকিৎসা, শতভাগ করোনা টিকা প্রদানের দাবি

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে গত ১ আগস্ট ২০২১ সকাল ১১টায় করোনা সংক্রমণ ও ক্রমাগত মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও মালিকদের স্বার্থে গার্মেন্টসসহ রপ্তানিমুখী সকল শিল্প-কারখানা খোলা রাখা ও জোরপূর্বক শ্রমিকদের কারখানায় ফিরতে বাধ্য করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মানিক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য ও বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী কমরেড ফখরুদ্দিন কবির আতিক, শ্রমিক নেতা আক্কাস আকন্দ, ইউনূস আলী, ভজন বিশ্বাস প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ করোনা সংক্রমণের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কঠোর লকডাউন চলাকালে শিল্প-কারখানা খোলা রাখার সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং সকল শ্রমিকের খাদ্য-চিকিৎসা, শতভাগ করোনা টিকা নিশ্চিত ও সবেতন ছুটির দাবি জানান।

বিশেষ ব্যবস্থায় টিকা দিয়ে অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার দাবিতে ছাত্র ফ্রন্টের ছাত্র সমাবেশ

বিশেষ ব্যবস্থায় টিকা দিয়ে অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ১২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দপ্তর সম্পাদক সালমান সিদ্দিকী ও প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রাফিকুজ্জামান।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত দেড় বছরের অধিক সময় ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। দেশের হাট-বাজার, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানা সমস্ত কিছু খুলে দিলেও করোনার অজুহাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। অথচ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নামে বেনামে ফি আদায় রয়েছে অব্যাহত। করোনায় শিক্ষার্থীরা আর্থিক ভাবে বিপর্যস্ত থাকলেও ফি মওকুফ করা হয়নি। তাই সমাবেশ থেকে সমস্ত স্তরে ফি মওকুফ ও বিশেষ ব্যবস্থায় টিকা দিয়ে অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

বিদ্যাসাগর স্মরণ

২৯ জুলাই ২০২১ ছিল এদেশের নবজাগরণের মহান মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকী। ঐদিন সারাদেশে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, শিশু কিশোর মেলা ও বিভিন্ন পাঠাগারের উদ্যোগে এই মহান মনীষীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালিত হয়।

কিশোরগঞ্জে অসহায় মানুষদের মাঝে খাবার বিতরণ

বাসদ (মার্কসবাদী) কিশোরগঞ্জ জেলার উদ্যোগে গত ৬ আগস্ট ২০২১ বিকালে গোবিন্দপুরে দলীয় কার্যালয়ে করোনা পরিস্থিতিতে কাজ হারানো অসহায় শ্রমিক-কৃষক পরিবারের শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা সমন্বয়ক কমরেড আলাল মিয়া, গিয়াস উদ্দিন প্রমুখ।

কবি নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে ক্ষুদিরাম স্মরণ

"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি
পড়বো ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।"

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে প্রথম ফাঁসির মঞ্চে নিজের দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিল ১৮ বছর বয়সের সাহসী বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু। তৎকালীন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে ঔপনিবেশিক শাসন তা দেশের মানুষের জীবনে এক ধ্বংসাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়ে ক্ষুদিরামদের মতো শত শত যুবক এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজের দেশের মানুষ ও দেশমাতৃকাকে রক্ষার জন্য আন্দোলন করেছিল এবং জীবন উৎসর্গ করেছিল।

১১ আগস্ট সাহসী বীর ক্ষুদিরাম বসুর ১১৪তম ফাঁসি দিবসে তাঁর চরিত্রের বলিষ্ঠতাকে বর্তমান সমাজের যুবসমাজের জীবনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে নারায়ণগঞ্জে কবি নজরুল পাঠাগারের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন পাঠাগারের সংগঠক কিন্নরী বহতা, কঙ্কনা ইপ্সিতা, সালমান সিদ্দিকী, জেসমিন আইরিন প্রমুখ।

রৌমারীতে চা-বিক্রেতাদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত

রাস্তার ধারে, ফুটপাতে চা-বিস্কুট বিক্রি করে পরিবার-পরিজন নিয়ে কোনো রকমে যাদের সংসার চলে, দীর্ঘদিন লকডাউন থাকার কারণে বেচা-বিক্রি নেই। এই সব মানুষ পরিবারের লোকজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। সরকারি প্রণোদনা কাকে বলে এরা জানে না। এই সমস্ত চা-বিক্রেতাদের নিয়ে গত ১ আগস্ট রাত ৯টায় রৌমারীতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) কুড়িগ্রাম জেলার সমন্বয়ক মহিউদ্দিন মহির।

করোনা পরিস্থিতিতে তাদের খাবার-চিকিৎসা, আর্থিক সহায়তার জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

রংপুরে হরিজন অধিকার আদায় সংগঠনের অনুষ্ঠান

'পুনর্বাসন না করে বস্তি উচ্ছেদ চলবে না', 'বস্তি উচ্ছেদ যেখানে, লড়াই হবে সেখানে'–এসব স্লোগানকে সামনে রেখে গত ৫ আগস্ট ২০২১ হরিজন অধিকার আদায় সংগঠনের উদ্যোগে রংপুরে হরিজনদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাড়াভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে 'মুক্তির কাণ্ডারী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' সংগীত পরিবেশন করে।

সিআরবি ধ্বংস করে হাসপাতাল ও কোনো স্থাপনা নির্মাণ চলবে না

গত ১৭ জুলাই সকাল ১১টায় বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার উদ্যোগে 'সিআরবি ধ্বংস করে হাসপাতাল ও কোনো স্থাপনা নির্মাণ চাই না'–এই দাবিতে সিআরবি সাত রাস্তার মোড়ে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সদস্য তোফাতুল জান্নাত। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার আহ্বায়ক আসমা আক্তার, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় ইনচার্জ ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা প্রমুখ।

চাঁদপুর সদর হাসপাতালে আইসিইউ বেড বাড়ানো, অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু, লকডাউনে বন্দি শ্রমজীবী-দরিদ্র জনগণের ঘরে ঘরে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী) চাঁদপুর সদর উপজেলায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন চাঁদপুর জেলা পার্টির সদস্য কমরেড জিএম বাদশাহ।

সাম্যবাদ

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর

কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে একের পর নাম ঘোষণা করছেন। এক এক করে এগিয়ে আসছেন আর অর্পণ করছেন তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রথমেই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত দল বাসদ(মার্কসবাদী)র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটি ও নির্বাহী ফোরামের পক্ষে কমরেড্স আলমগীর হোসেন দুলাল, মানস নন্দী, উজ্জ্বল রায় ও ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক। ভ্রাতৃপ্রতিম দল ভারতের সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইণ্ডিয়া(কমিউনিস্ট) বা এসইউসিআই(সি)'র সাধারণ সম্পাদক ও কমরেড হায়দারের আবাল্য বন্ধু-সহযোদ্ধা কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মানস নন্দী। বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বজলুর রশীদ ফিরোজ ও রাজেকুজ্জামান রতন; বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুল্লাহেল ক্বাফী রতন ও ডা. ফজলুর রহমান; গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি ও বাচ্চু ভুঁইয়া, বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক ও আকবর খান; গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সমন্বয়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী ও দলিলের রহমান দুলাল; বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মার্কসবাদী)-র পক্ষে বিধান দাশ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর কেন্দ্রীয় নেতা মুক্তিযোদ্ধা শফিউল্লাহ, জাতীয় গণফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা আমিরুল নুজহাত মনীষা, বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক বজলুর রশীদ ফিরোজ ও শরিক দলের নেতৃবৃন্দ; বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা মহিনউদ্দিন চৌধুরী লিটন, গণমুক্তি ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা রেজাউল করিম, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল রায়; বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন দুলাল, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী; সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মাসুদ রানা, সহ-সভাপতি ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্য ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার; চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমা ও সুস্মিতা রায় সুপ্তি; অন্বেষা সায়েন্স সোসাইটির ইনচার্জ ড. মনজুরা হক নীলা, অধ্যাপক ড. জীবন পোদ্দার, ড. সামির উল্লাহ; বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডা. লিয়াকত আলী, কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর আত্মীয়বর্গের পক্ষ থেকে কাজী জাহাঙ্গীর বাবু ও শামসুজ্জাহান বীথি; সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট প্রাক্তন নেতৃবন্দের পক্ষে আশরাফুল হক মুকুল, ডা. গোলাম রাব্বানী, এড. সুলতানা আক্তার রুবি, মন্তাজ উদ্দিন, মোশারফ হোসেন, মামুন রফিক, ডা. মুজিবুল হক আরজু, তাজউদ্দিন মাহমুদ নান্নু, ইউসুফ নূর-ই রিপন, সাইফুজ্জামান সাকন, স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টু; সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক নেতৃবৃন্দ আলীম আক্তার খান, মাহবুবুর রহমান, জেসমিন সুলতানা লুবনা, শাহরিয়ার ডিনা, খোকন দাস, নূর সাফা জুলহাজ, সাইদুল হক খন্দকার সবুজ, মেহেদী হাসান তমাল, পারভীন আক্তার, মনজুরুল হক প্রমুখ; ঐক্য ন্যাপের হারুন অর রশিদ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ফয়েজ উল্লাহ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি আল কাদেরী জয় ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স; বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি ইকবাল কবির ও সাধারণ সম্পাদক দিলীপ রায়; গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সভাপতি আরিফ মঈনুদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল বিশ্বাস; বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের মহানগর সভাপতি সৈকত আরিফ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাগীব নাঈম, গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, তাসলিমা আখতার, রাজু আহমেদ প্রমুখ; গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার ও সাধারণ সম্পাদক জুলহাসনাইন বাবু; গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের পক্ষে মনজুর মঈন, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক খান আসাদুজ্জামান মাসুম, গণসংস্কৃতি ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান লাল্টু, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আমিরুন নুজহাত মনীষা, সমগীত সংস্কৃতি প্রাঙ্গণের বীথি ঘোষ, শহীদ আসাদ পরিষদের শামসুজ্জামান মিলন, বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের পক্ষে প্রভাষক জোনায়েদ হাসান, চারণিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুল হক আরিফ, কৃষিবিদ ফোরামের আবু আরমান অঞ্জন ও সেঁজুতি চৌধুরী; কমরেড মোস্তফা ফারুকসহ প্রবাসী সমর্থকবৃন্দের পক্ষে সাইফুল ইসলাম কিরণ, ওএসকে গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ দত্ত, প্রগতিশীল নারীসংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ আমেনা আক্তার, তাসলিমা আখতার, সীমা দত্ত, রুখশানা আশা; বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র কেন্দ্রীয় ফোরামের সংগঠক জান্নাতুল মাওয়া, তানজিনা নিপা; পার্টির চট্টগ্রাম জেলা শাখার প্রাক্তন সমন্বয়ক বালাগাত উল্লাহসহ ব্যক্তিগতভাবে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আরো অনেকে। এরপর বাসদ(মার্কসবাদী) দলের বিভিন্ন জেলা শাখা ও ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখার পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ অনুষ্ঠান শেষ হয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের মধ্য দিয়ে। কমরেড ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য সোমার সাথে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে গলা মেলান শত শত কমরেড। তারপর লাল সালাম দিয়ে বিদায় দেওয়া হয় আমৃত্যু বিপ্লবী এই কমরেড, আমাদের প্রিয় নেতা ও শিক্ষককে।

এরপর কমরেডরা কাঁধে তুলে নেন কমরেড মুবিনুল হায়দারের কফিন। হেঁটে চলেন অশ্রুসজল চোখে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের দিকে। কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী তাঁর দেহ চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষায় কাজে লাগানোর জন্য দান করে গেছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তাঁর মরদেহটি গ্রহণ করার সময়ে বলেন, "এটা একটা বিরাট ব্যাপার। আমরা এমনিতে মরদেহ পাই না। তিনি দান করে গেলেন।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আমৃত্যু তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাসে অটল ছিলেন, তাঁকে চোখের জলে, সংগ্রামী প্রতিজ্ঞায়, বিপ্লবী দৃঢ়তায় বিদায় দিলেন কমরেডরা। বিদায়ের শোকের সাথে এই প্রতিজ্ঞাও তারা করে গেলেন, কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর স্বপ্ন তারা বাস্তবায়ন করবেন, তাঁর অপূর্ণ কাজ তারা সমাপ্ত করবেন।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী লাল সালাম!

মানুষ মরছে, আর শাসকশ্রেণি

এরকম যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবতা আমাদেরকে প্রতিমুহূর্তে স্পর্শ করছে, আমাদের কাঁদাচ্ছে।

এই যখন অবস্থা, তখন প্রধানমন্ত্রী আর তার অনুগত প্রশাসন, এমপি-মন্ত্রীরা কাজ সারছেন নির্বিকার থেকে – গলাবাজি আর দায় অস্বীকার করে। তাই তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, 'করোনা মোকাবিলার দায়িত্ব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নয়'। সরকারের এ ধরনের ক্রিমিনালসুলভ অবহেলা ও দায় অস্বীকার ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

পরিস্থিতি বলছে, ছিল না পরিকল্পনা

করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিধ্বস্ত গোটা দেশ। এই লেখা তৈরির সময় দেশে মৃতের সংখ্যা ২০ হাজার ছাড়িয়েছে। এটা সরকারি হিসাব, বাস্তব সংখ্যা আরও বড়। সংক্রমণের হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এ মুহূর্তে মৃত্যুর হারের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয়। প্রতিবেশি দেশ ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে করোনায় মৃত্যুর হার বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সামনে অবস্থা আরও ভয়ানক আকার ধারণ করবে।

করোনা মহামারি ছড়িয়ে পড়ে গত বছরের শুরুতে। মাঝখানে চলে গেছে প্রায় দেড় বছর। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এটা কি যথেষ্ট সময় নয়? তাহলে সরকার করল কী? এর উত্তরে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. লেনিন চৌধুরী গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'আমরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে এটা মোকাবিলার চেষ্টা করিনি। আমরা কোন পরিকল্পনা করিনি। এপিডেমিক প্রজেকশন করতে হয় তা আমরা করিনি।'

সরকারের পরিকল্পনাহীনতার দায় মানুষ শুধছে জীবন দিয়ে। চারিদিকে শুধু অভাব আর অভাব। রোগী বাড়ছে; কিন্তু হাসপাতালে বেডের অভাব। পর্যাপ্ত চিকিৎসক-টেকনিশিয়ানের অভাব। জীবনদায়ী ঔষধ-অক্সিজেন-ভেন্টিলেটরের অভাব। দরকার হাই-ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা অক্সিজেনের; তার অভাব। বিদেশি গণমাধ্যম ডয়েচে ভেলে'র একটি রিপোর্টে প্রকাশ 'দেশের শতকরা ৫২ শতাংশ কোভিড হাসপাতালে আইসিইউ নেই।' জেলা-উপজেলা স্তরের খুব কম হাসপাতালেই আইসিইউ রয়েছে। অক্সিজেনের সংকট মারাত্মক। প্রান্তিক অঞ্চলে কোভিড পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এ সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভেতরে থাকা শহর ও গ্রামের বৈষম্য।

স্বাস্থ্যব্যবসা বিপদ বাড়িয়েছে

মহামারি পরিস্থিতিকে রোখা যেত, যদি জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো ঠিক ঠিক গড়ে তোলা হতো। তা না করে পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বাজার অর্থনীতির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ চিকিৎসা পাবার যোগ্যতা টাকা ঢালতে পারার সামর্থ্যের ওপর দাঁড় করানো হয়েছে। যাদের সেই সামর্থ্য নেই, ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুই যেন তাদের জীবনের গন্তব্য। মানুষ মরছে অক্সিজেনের অভাবে, বিনা চিকিৎসায়। এই যখন অবস্থা, তখন কর্পোরেট হাসপাতালগুলোর ভূমিকা কী? হয় পুরোপুরি হাত গুটিয়ে নিয়েছে নয় বিশাল অংকের খরচ ধার্য করেছে। মানুষের মৃত্যু-বিপন্নতাকে এরা মুনাফার হাতিয়ার করেছে।

কর্পোরেট ফার্মা কোম্পানিগুলোর লোক ঠকানো থেমে নেই। মানুষের আয় কমেছে, ঔষধ কিনবে কী করে? দরকার ছিল ঔষধের দাম কমানো। উল্টো প্যারাসিটামলের মতো আরও কিছু জীবনদায়ী ঔষধ নিয়ে কালোবাজারি হচ্ছে। দোকানদাররা দুষছে কোম্পানিকে কিন্তু নিজেরা দাম ঠিকই বাড়িয়ে নিচ্ছে। ক্ষতি শুধু 'পাবলিক'-এর। এত সংকটেও ঔষধের ব্যবসা কমেনি বরং বেড়েছে। অর্থাৎ মানুষ তার হাহাকার-মৃত্যুর মধ্য দিয়েও এই কোম্পানিগুলোর মুনাফা জুগিয়ে যাচ্ছে। এরই নাম পুঁজিবাদ, যা শুধুই পুঁজির জয়গানে ব্যস্ত। একে চিনতে যেন আমাদের ভুল না হয়।

চিকিৎসা ব্যবস্থায় দুর্নীতির ভাইরাস

শুধু সাধারণ নয়, কোভিড হাসপাতালগুলোর দুর্নীতিও মহামারি আকার ধারণ করেছে। পুরো সময়জুড়ে অসংখ্য দুর্নীতির চিত্র সামনে এসেছে। আড়ালে আছে যে আরও কত, তার ইয়ত্তা নেই। সম্প্রতি মহাহিসাবনিরীক্ষণ নিয়ন্ত্রক (সিএজি) ঢাকার ১৫টি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালের সার্বিক মানের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায়, চিকিৎসক-নার্সদের কোয়ারেন্টাইনে রাখার জন্য যে দামে হোটেলগুলোর সাথে চুক্তি হয় তার ৩ গুণ বেশি বিল দেখানো হয়েছে। সরকারি ক্রয় বিধিতে (পিপিআর) বলা আছে, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের (এমআরপি) চেয়ে বেশি দামে পণ্য কেনা যাবে না। নিরীক্ষা প্রতিবেদন বলছে, ৮টি হাসপাতাল তা লঙ্ঘন করেছে। এতে দুর্নীতি হয়েছে ৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা। মুগদা জেনারেল হাসপাতালে যে পরিমাণ এঙ্-রে ফিল্ম ও ইনজেকশন থাকার কথা, নিরীক্ষা দল যাচাই করে দেখেছে তা থেকে ২ কোটি ৪০ লাখ টাকার পণ্য নেই। কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষার ডিভাইস, ট্যাবলেট ও ইনজেকশন সরবরাহ না পেয়েও বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৩ কোটি ৩২ লাখ টাকার। প্রতি জোড়া হ্যান্ড গ্ল্যাভস্ কেনার কথা ছিল ৫ টাকা ১৯ পয়সা দরে। অথচ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তা কিনেছে ১৮ টাকা দরে।

এ তো গেল অবস্থিত হাসপাতালগুলোর চিত্র। প্রতিষ্ঠিতব্য একটি হাসপাতালের কথা বলছি। গোপালগঞ্জে অবস্থিত হাসপাতালটি শেখ মুজিবের মা সায়েরা খাতুনের নামে । স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভাগ্নে রায়ান হামিদের প্রতিষ্ঠান 'বিডি থাই কসমো' এতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সরবরাহের দায়িত্ব পায়। এতে ১৫ ওয়াটের বাথরুম লাইটের দাম ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৮৪৩ টাকা। যার বাজার মূল্য ২৫০-৫৫০ টাকার মধ্যে। এমন ২৪ ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অস্বাভাবিক দামে সরবরাহ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ যে, এ চিত্র যেন দুর্নীতির বিশাল সমুদ্র থেকে এক বালতি পানি তুলে আনার মতো।

'সচল লকডাউনে' অচল জীবন

সরকার বলছে 'কঠোর লকডাউন' চলছে। কিন্তু কঠোর লকডাউন আর পুলিশের হুমকি-ধামকিতে তো জিনিসের দামও কমছে না, মানুষের পেটও ভরছে না। শ্রমিকদের খাদ্য নিরাপত্তা ও সহায়তা নিশ্চিত না করে হঠাৎ করেই সরকার গার্মেন্টসগুলো বন্ধ ঘোষণা করল। আবার মালিকদের চাপে রাতারাতি খোলার ঘোষণা দেয়। মানুষ দেখল, এই শ্রমিকরা মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে, ট্রাকে গাদাগাদি করে কর্মস্থলে ফিরেছে। মালিক-সরকার কোনো দায়ই অনুভব করল না। এদের চোখে এই শ্রমিকরা মানুষ নয়, 'শ্রমদাস'। এই ব্যবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, 'শ্রমিকের দাম ততক্ষণ, যতক্ষণ সে মুনাফা যোগায়।'

কী দুঃসহ জীবন মানুষ পার করছে, সে খবর কি রাখছে সরকার? কোনো কাজ নেই। দিনমজুর রাজমিস্ত্রী, অটোচালক, ফেরিওয়ালা, দর্জি, ছোট দোকানদার যাদের দুটো টাকা সঞ্চয় নেই – এরা বেঁচে আছে কেমন করে! নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোও আজ প্রায় পথে বসেছে। একটি পরিসংখ্যান বলছে, 'প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে।' গরিব আরও গরিব হয়েছে, মধ্যবিত্ত গরিবের খাতায় নাম লিখিয়েছে। বেকারত্ব বেড়েছে। চারিদিকে ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার! জীবন যন্ত্রণা সইতে না পেরে মা নিজের সন্তানকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেছে। এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; হাজারও ঘটনার একটা উদাহরণ মাত্র। চাকুরীজীবী বাবা কাজ হারিয়ে দু'মুঠো খাবার সন্তানদের মুখে তুলে দেওয়ার জন্য মানুষের দ্বারে-দ্বারে ঘুরছে। মানুষের এত সংকট আর বিপন্নতা কিন্তু সরকারের 'উন্নয়ন' থামাতে পারছে না।–এ উন্নয়নের ফলভোগী কারা?

মহামারিতে বেড়েছে লুটপাট

মানুষের ক্ষুধা আর মৃত্যুর বিপরীতে আরেকটা দুনিয়া আছে যেখানে কমছে না প্রাচুর্যের রোশনাই। এ বছরের জানুয়ারি মাসে অক্সফাম 'বৈষম্যের ভাইরাস' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সীমাহীন দারিদ্র্য, অনাহার, অপুষ্টি আর বেকারত্ব সত্ত্বেও শীর্ষ ১০ ধনীর সম্পদের পরিমাণই বেড়েছে ১ লাখ কোটি ডলার। এই অর্থে বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীকে টিকা দেওয়া সম্ভব। পাশাপাশি এই মহামারিতে কেউ দরিদ্র হবে না – তা নিশ্চিত করা সম্ভব। ঐতিহাসিক দুর্যোগের মধ্যেও শুধু জেফ বেজোসের একার সম্পদ বেড়েছে ৭ হাজার ৫০০ কোটি ডলারেরও বেশি। অতিধনী ২,৭৫৫ জনের সম্পদ বেড়েছে ৮ লাখ কোটি ডলার, যা গত ২০১৯ সালের তুলনায় ৮ শতাংশের বেশি। অথচ একই সময়ে বিশ্বে গত ৯০ বছরের মধ্যে বেকারত্ব সবচেয়ে তীব্র হয়েছে। এবার দেশের দিকে ফেরা যাক। বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, 'গত একবছরে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা বেড়েছে ১১ হাজারেরও অধিক। যা স্বাভাবিক সময়ের চেয়েও বেশি। এভাবেই চাতুর্য আর লুটের অর্থনীতিতে গরিবদের সম্পদ ধনীদের হাতে চলে যাচ্ছে।

কোনটা আগে–ব্যবসা নাকি মানুষের জীবন?

টিকা সংকট তুঙ্গে। এদেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোতে। কিন্তু থেমে নেই টিকা নিয়ে বাণিজ্যযুদ্ধ, বৈষম্য আর রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ। একটি পরিসংখ্যান বলছে, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলোতে বাস করেন বিশ্বের মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ। অথচ উৎপাদিত প্রতিষেধকের ৬০ শতাংশই তাদের দখলে। অপরদিকে বিশ্বের অর্ধেক মানুষ বাস করেন নিম্নআয়ের দেশে। তাদের হাতে আছে মাত্র ১৭ শতাংশ টিকা। এই যে বৈষম্য; এর পেছনের কথা কী? তা হলো ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পর এর পেটেন্ট বা উৎপাদনস্বত্ব কিনে নিয়েছে মুষ্টিমেয় কর্পোরেট কোম্পানিগুলো। তারা তাদের লাভের উদ্দেশ্যেই এর উৎপাদন এবং বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে আফ্রিকা থেকে শুরু করে ভারত, বাংলাদেশ, ব্রাজিলসহ অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশগুলোতে ৯০ শতাংশ মানুষই টিকা পায়নি। বাংলাদেশে টিকা কার্যক্রম চলছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় ডোজের টিকা পেয়েছে ১ম ডোজ পাওয়া ব্যক্তিদের মাত্র ৪৩ শতাংশ। যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ২.৫০ শতাংশ।

এ পরিস্থিতি কেন তৈরি হলো? আমরা দেখেছি, শুরুতে সরকার নিজস্ব উদ্যোগকে বাদ দিয়ে একমাত্র বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বেক্সিকোর মাধ্যমে ভারতের সেরাম ইন্সটিটিউট থেকে টিকা আমদানির চেষ্টা করে। এ ধরনের কাজ করা হয়েছে এই কোম্পানিকে বিপুল মুনাফা করিয়ে দেওয়ার স্বার্থে। উল্লেখ্য যে, বেক্সিকো গ্রুপের চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান আওয়ামী লীগের সাংসদ এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছের লোক। জনগণের স্বাস্থ্য সংকটকে উপেক্ষা করে, রাষ্ট্রীয় আয়োজনে এরকম অনৈতিক সুবিধা প্রদান ইতিহাসে কর্পোরেট পুঁজির নির্লজ্জ পদসেবার দলিল হিসেবে উল্লেখ থাকবে।

সংক্রামক ব্যাধিকে রুখেছিল সোভিয়েত

গোটা বিশ্বে কোভিডে মারা গেছে ৫০ লাখের অধিক মানুষ। বড় অর্থনীতির দেশগুলোও এ মৃত্যু রোধ করতে পারছে না। অথচ আমাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে আছে কিউবা, ভিয়েতনামসহ আরও কিছু দেশ। যাদের অর্থনীতি বড় না হলেও তারা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে 'কেনা-বেচার বস্তু'-তে পরিণত করেনি। তাই সেখানে আক্রান্ত ও মৃত্যুহার অনেক কম।

এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো রুখে দিয়েছিল সংক্রামক রোগ-ব্যাধিকে। সুদৃঢ় করতে পেরেছিল রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে। কমিউনিটি মেডিসিন, জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং এপিডোমোলজি অর্থাৎ মহামারি নিয়ন্ত্রণের বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের সাথে দুনিয়াকে প্রথম পরিচয় করে দিয়েছিল। সোভিয়েত সংবিধানের ৪২ নং ধারা প্রতিটি নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করেছিল। কারণ সমাজতন্ত্রে মানুষকে মুনাফা তৈরির বস্তু নয়, অপার সম্ভাবনার উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়েই সমাধান

বিশ্বব্যাপী কোভিডের প্রকোপে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অসারতা-নিষ্ঠুরতা দগদগে ঘায়ের মতো ফুটে উঠেছে। মানুষ অসহায়, ক্ষুধার্ত, কর্মহীন। কলম্বিয়া, পেরু, গুয়েতেমালা, হাইতি, ব্রাজিলসহ দেশে-দেশে বিক্ষুব্ধ মানুষ পথে নামছে, আন্দোলন সংগঠিত করছে। ন্যায্য আন্দোলনগুলোকে দমাতে সরকার নিপীড়নের পথ বেছে নিচ্ছে। আমাদের দেশেও আওয়ামী সরকার মহামারি পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের উপর অধিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছে। এটা করছে মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু বলছে জনগণের স্বার্থে, কখনও করোনা নিয়ন্ত্রণের জন্য। কথায় বলে, 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।' সরকারের এই ছল মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে। তাই মানুষও পথে নামছে, প্রতিবাদ করছে। এই প্রতিবাদকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের পথে পরিচালিত করতে হবে; আর এই পথেই মানুষের মুক্তি।

আফগানিস্তানে পিছু হটলো মার্কিন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ক্ষমতায় বসায় হামিদ কারজাইকে। মার্কিন বাহিনী ও তার মিত্রদের তথাকথিত এই তালেবান দমন অভিযানে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির মুখে পড়ে আফগান জনগণ। গৃহহীন হয়েছে ৩২ লক্ষ মানুষ। প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে প্রতিবেশি দেশসমূহে আশ্রয় নিয়েছে। এই দীর্ঘ যুদ্ধে ২ লক্ষ ৪১ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। যার মধ্যে ৭১ হাজার ৩৪৪ জন আফগান সাধারণ নাগরিক, তালেবান (মার্কিন বিরোধী অন্য যোদ্ধাসহ) ৮৪ হাজার ১৯১ জন, আর সরকারি বাহিনী (সেনা ও পুলিশ) ৭৮ হাজার ৩১৪ জন। এরা সবাই আফগান নাগরিক। জিজ্ঞাসাবাদের নামে নিপীড়ন, গ্রেফতার, জেলখানায় নির্যাতন, নারীদের উপর যৌন সন্ত্রাস ছিল মার্কিন বাহিনীর নিত্যদিনের কাজ। যুদ্ধকালীন সময়ে খাবার, রোগবালাই ও পানি সংকটে মারা গেছেন অসংখ্য মানুষ। এর কোনো সুনির্দিষ্ট তালিকা নেই। কত মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, কত শিশু অভিবাবক হারিয়েছে তার খবর কেউই জানে না। ২.২৬১ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে এই তাণ্ডব চালিয়েছে। অবকাঠামো ও উন্নয়ন কাজে যে টাকা আফগানিস্তানে খরচ হয়েছে তার বেশির ভাগটাই মার্কিন তাঁবেদার আফগান সরকার ও বিভিন্ন বাহিনীর দুর্নীতিবাজ কর্তা-ব্যক্তিরা লুট করেছে। ২০ বছরের মার্কিন দখলদারিত্ব থাকার পর মানব সম্পদ উন্নয়নে জাতিসংঘের ১৮৯টি দেশের মধ্যে আফগানিস্তান ১৬৯তম। ফলে ২০ বছরের মার্কিন দখলদারিত্বের খতিয়ান প্রমাণ করে – আফগানিস্তানে মুক্তি-গণতন্ত্র-শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি।

আমেরিকার টার্গেট কী ছিল?

এটা প্রমাণিত যে, আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাস কিংবা তালেবান দমন করতে পারেনি। সন্ত্রাস দমন করতে পারেনি ঠিক নয়, বাস্তবিক সন্ত্রাস দমন করতে যায়ইনি! তাহলে কী ছিল মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রকৃত লক্ষ্য? আফগানিস্তান সব সময়ই ছিল ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকাল থেকেই দক্ষিণ এশিয়া, চীন, রাশিয়া ও ইউরোপের সাথে সংযোগ ও বাণিজ্য পথ হিসেবে আফগানিস্তান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকা চাইছিল এই রুটের নিয়ন্ত্রণ। দীর্ঘদিন থেকে পাকিস্তানের সাথে আমেরিকার সামরিক মৈত্রী। পাকিস্তানের সমর্থন ও সহযোগিতা সে পাচ্ছিল। পাকিস্তানের পাশাপাশি আফগানিস্তানে নিয়ন্ত্রণ নিলে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার তার জন্য অনেক সহজ হবে। আর আফগানিস্তানের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম মানে আঞ্চলিকভাবে চীন, রাশিয়া এবং ইরানের প্রভাব খর্ব করা। একই সাথে নজর ছিল মধ্যপ্রাচ্যের সুবিশাল তেলক্ষেত্রের উপর। আর সেজন্য আফগানিস্তানকে টার্গেট করে আমেরিকা। আবার আফগানিস্তানের জনগণ রাজনৈতিকভাবে ছিলেন অসচেতন এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এদিকে আন্তর্জাতিকভাবে তালেবান সরকারের খুব একটা সমর্থনও ছিল না। এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রাস দমনের কথা বলে আফগানিস্তানে নিয়ন্ত্রণ নেওয়াই ছিল আমেরিকার সামরিক হামলার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আফগানিস্তানে মার্কিন নীতি ব্যর্থ হয়েছে!

আফগানিস্তানে মার্কিন সমর ও পররাষ্ট্রনীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আমেরিকা চাইছিল আফগানিস্তানে তাদের একক দখলদারিত্ব কায়েম করতে। অথচ আফগান জনগণের প্রতিরোধের মুখে বাস্তবে বিনা শর্তেই দেশ ছাড়তে হচ্ছে তাদের। এমন কোনো দিন নেই যা ছিল প্রতিরোধহীন। ফলে কখনোই আফগানিস্তান সম্পূর্ণ দখলে যায়নি আমেরিকার। এদিকে তালেবান ও সন্ত্রাস দমনের নামে যে অভিযান আমেরিকা পরিচালনা করেছে, তাও ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘ ২০ বছর পর আজ দেখা যাচ্ছে যে, তালেবান আফগানিস্তানের প্রায় ৮৫ ভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। অর্থাৎ বিশ্ববাসীর কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কার্যকারিতা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামী মৌলবাদ বা সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের কথা বলে আমেরিকার হামলা চালানোর পর দেখা গেছে মৌলবাদী শক্তিই বিকশিত হয়েছে। শুধু তালেবান নয়, অন্যান্য দেশে 'বোকো হারাম', 'আল শাবাব', আইএস ইত্যাদির মতো জঙ্গি সংগঠন শক্তিশালী হয়েছে। তাই সন্ত্রাস দমনই বলুন, আর আফগানিস্তানে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েমই বলুন – কোনোটাই করতে পারেনি আমেরিকা।

ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরাজয় ঘটেছে মার্কিন স্বার্থের। চীন ইতিমধ্যেই আমেরিকার প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে সামনে এসেছে। আফগানিস্তানেও চীনের প্রভাব তৈরি হচ্ছে। চীন তার 'ওয়ান বেল্ট ইনিশিয়েটিভ' পরিকল্পনায় আফগানিস্তানকে পেতে চায়। ভারত আফগানিস্তানে ইতোমধ্যে করা বিনিয়োগ রক্ষা এবং কাশ্মীরসহ ভারতের নানাস্থানে জঙ্গি তৎপরতা মোকাবেলায় আফগানিস্তানের সহযোগিতা পেতে তৎপর। তালেবানের সাথে নানা পর্যায়ের সম্পর্ক তৈরিতে ভারত সচেষ্ট আছে। ভারতের সাথে আমেরিকার এক ধরনের মিতালি থাকলেও আফগানিস্তানে ভারতের অবস্থান তুলনামূলক দুর্বল। রাশিয়ার জন্য আফগানিস্তান খুবই জরুরি, তারাও তালেবানের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখছে। অর্থাৎ রাশিয়া, চীন ও ভারত তাদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে তালেবানের সাথে সম্পর্ক বিনির্মাণের চেষ্টা করছে। এর মানে আফগানিস্তানকে ঘিরে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি পরাস্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী এই ভাগ-বাটোয়ারার প্রশ্নে মার্কিন নীতির পরাজয় ঘটলেও বাস্তবে আফগান জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে না। বরং আফগানিস্তান সাম্রাজ্যবাদের এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে যাচ্ছে।

গণতন্ত্র রপ্তানি তত্ত্ব, আফগান জনগণ ও তালেবান

বহুদিন ধরেই আফগানিস্তানের জনগণ একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করছেন। বিগত অন্তত অর্ধশতাব্দি ধরে বিভিন্ন শক্তি আফগানিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে এসেছে। ইতিহাস বলে, কোথাও বিপ্লব বা গণতন্ত্র রপ্তানি করা যায় না, আফগানিস্তানেও যায়নি। বাস্তবিক গত অর্ধশতাব্দি ধরে আফগানিস্তানে একের পর এক গণতন্ত্র রপ্তানির প্রচেষ্টা চলছে। এই গণতন্ত্র রপ্তানির প্রচেষ্টাই মূলত আফগানিস্তানের গণতন্ত্র ও আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার বড় কারণ। ১৯৭৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করে। তখন সেদেশে শিক্ষার হার ছিল মাত্র ১০ শতাংশ। দেশটি সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে ছিল অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া। ক্ষমতা দখল করলেও পার্টিটি জনগণকে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে শিক্ষিত ও প্রস্তুত করার কাজটি করেনি। ১৯৭৯ সালে আফগান সরকারের আমন্ত্রণে সোভিয়েত ইউনিয়ন হস্তক্ষেপ করলেও তারাও একইভাবে জনগণের চেতনার মান ও আফগানিস্তানের মানুষের নিজস্ব রাজনৈতিক লড়াই বিকশিত করেনি।

শীতল যুদ্ধের রাজনীতিতে সোভিয়েতবিরোধী শক্তি হিসেবে ইসলামী জঙ্গি দলগুলোকে ব্যবহারের সুযোগ আমেরিকা কাজে লাগায়। এর মধ্যে ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদাকেও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য মার্কিনীরা অর্থ-অস্ত্র-প্রশিক্ষণ দেয় পাকিস্তানের মাধ্যমে, সৌদি অর্থ সাহায্যে। ১৯৯১ সালে ইরাক কুয়েত দখল করলে ইরাকবিরোধী সামরিক অভিযানের প্রয়োজনে সৌদি আরবে সামরিক ঘাঁটি করে মার্কিন সেনাবাহিনী। এই উপসাগরীয় যুদ্ধের পরও সৌদিতে মার্কিন বাহিনী রয়ে গেলে ইসলামের 'পবিত্র ভূমি' মক্কা-মদীনায় বিধর্মীদের উপস্থিতি মেনে নিতে পারেনি ওসামা বিন লাদেন। এভাবে একদা মার্কিন মদদপুষ্ট আল-কায়েদার সাথে বিরোধ তৈরি হয় আমেরিকার। ১৯৯০ সালে সংশোধনবাদী রাশিয়ার পতন হলে ১৯৯২ সালে মুজাহিদিন বাহিনী কাবুল দখল করে। এ সরকার বেশিদিন টেকেনি, ১৯৯৭ সালে কাবুল দখল নেয় তালেবান। তালেবানের সাথেও শুরু থেকে আমেরিকা ও পাকিস্তানের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দেয়াকে কেন্দ্র করে তালেবানের সাথে আমেরিকার মতভিন্নতা তৈরি হয়। ততদিনে তালেবানেরও একটা নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ্য তৈরি হয়ে যায়। ধীরে ধীরে মতভিন্নতা মতবিরোধে রূপ নেয়। আর একে পুঁজি করে 'সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান'-এর নামে ২০০১ সাল থেকে মার্কিন দখলদারিত্ব, হত্যাযজ্ঞ চলছে। এবার আমেরিকাও আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস দমনের নামে।

আফগান জনগণ কখনোই মার্কিন মদদপুষ্ট পুতুল সরকারকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। আবার মার্কিন দখলদারিত্ব, হত্যাযজ্ঞও স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই একদিকে আফগান জনগণের স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আকুতি, অন্যদিকে এই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তির গড়ে উঠতে না-পারা জনিত দুর্বলতা সেখানে বিরাজমান। এ অবস্থায় মোটাদাগে আফগান জনগণ দেখছে – প্রতিদিন মার্কিন বিরোধী লড়াই করছে তালেবান, তারা জীবনও দিচ্ছে। এই কারণে আফগান জনগণের একটা সহানুভূতি পাচ্ছে তালেবান। আবার বর্তমান সময়ে ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনায় তালেবান মার্কিনবিরোধী অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের সহানুভূতি-সমর্থন পাচ্ছে। এ সকল কারণে আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের পরপরই তালেবানের হাতে ক্ষমতা করায়ত্ত হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

তালেবানের ক্ষমতা দখল ও তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া?

তালেবান আফগানিস্তানে কেমন শাসন চায়? গত তালেবান শাসনে তার স্পষ্ট উদাহরণ তারা তৈরি করে রেখেছে। তখন সে দেশে মুক্তমত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, নারী জীবন ছিল দুর্বিষহ। ১০ বছর বয়সী মেয়েদের পড়ালেখা, একা রাস্তায় বের হওয়া, গান শোনা, সিনেমা-টিভি দেখা ছিল নিষিদ্ধ। ভোটাধিকার, নির্বাচনসহ নাগরিকদের কোনরকম গণতান্ত্রিক অধিকার ছিলো না। অর্থাৎ আধুনিক গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির বদলে আফগানিস্তানে এক মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। মূলত এ ধরনের শাসনই চায় তালেবান। তালেবান মূলত ওয়াহাবী ধারার পশতু ভাষী জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট। আফগানিস্তানে উজবেক, তাজিক জাতিগোষ্ঠীর লোকজন আছে। বিভিন্ন ধরনের ইসলামী সশস্ত্র গ্রুপ ক্রিয়াশীল। তালেবান ক্ষমতায় গেলে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর রাজনৈতিক হিস্যা স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চিত করতে পারবে না। আবার বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারও তাদের থাকবে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ সংঘাত বা ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের সমূহ সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে বিশ্বের প্রধান ক্ষমতাধর রাষ্ট্র মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তানে পরাস্ত হয়েছে, এটা তালেবানসহ বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীর পালে হাওয়া দেবে। পাকিস্তান, ভারতসহ বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার দেশে দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিকাশ ও আক্রমণের নতুন টার্গেট হতে পারে। তালেবানের এই উত্থান বাংলাদেশের জন্য উদ্বেগজনক। আওয়ামী দুঃশাসনের ফলে যে বিক্ষুব্ধতা জনমনে বিরাজমান, এর বিরুদ্ধে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলন যদি গড়ে না ওঠে, তবে এই বিক্ষুব্ধতা মৌলবাদী শক্তির দিকে হেলে পড়বে। যা থেকে যেকোনো পশ্চাৎপদ শক্তির উত্থান ঘটতে পারে।

আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশই জনমুক্তির পথ

আফগানিস্তানে একই সাথে দুটি সত্য আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। প্রথমটি হলো, কোনো দখলদার শক্তিই শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। মানে গণতন্ত্র বা বিপ্লব রপ্তানি করা যায় না। আর দ্বিতীয়টি হলো, যত বড় শক্তিই হোক জনগণের প্রতিরোধের মুখে সে পিছু হটতে বাধ্য। এই লড়াইয়ে গণতান্ত্রিক শক্তির অনুপস্থিতি হলে যেকোনো দক্ষিণপন্থীরা তা করায়ত্ত করবে।

আমরা দীর্ঘ আলোচনায় দেখলাম যে, আফগানিস্তানে বর্তমান সমস্যার একটা দীর্ঘ প্রেক্ষাপট আছে। তাই আফগান জনগণের সমস্যা সমাধানের কোনো টোটকা দাওয়াই নেই। মার্কিন বিরোধী লড়াই থেকে আফগান জনগণ যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত করছে, তালেবান সেই আকাঙ্ক্ষাকে 'ইসলামী রাষ্ট্রে' রূপান্তর করছে। ফলে আফগান জনগণ ও তালেবানের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে স্পষ্টতই পার্থক্য বিদ্যমান। তাই আফগান জনগণের লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যত দ্রুত একটি অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিবেন, তত দ্রুতই তাদের রাজনৈতিক ভাগ্যের বদল ঘটতে পারে। আফগানিস্তানে এই শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানই বিশ্বের মুক্তিকামী-গণতন্ত্রমনা মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিৎ বলেই আমরা মনে করি।

চট্টগ্রামে গড়ে উঠেছে সিআরবি রক্ষা

পকেট, অর্থাৎ জনগণের সম্পত্তি মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর পকেটে ঢোকানোর আয়োজন। যেভাবে পাটকল- চিনিকলগুলোকে আধুনিকায়ন করে লাভজনক করার উদ্যোগ না নিয়ে সরকারি কারখানা, দামি জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদের হাতে। আর এ চুক্তি অনুমোদন করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে, চট্টগ্রামের জনগণের জন্য নতুন হাসপাতাল প্রয়োজন। কিন্তু যে প্রশ্নটা আড়াল করা হচ্ছে তা হলো,

সিআরবি রক্ষার দাবিতে ঢাকার মিরপুর-পল্লবীতে শিশু কিশোর মেলার উদ্যোগে সাইকেল র‍্যালি

সরকারি জমিতে প্রাইভেট হাসপাতাল কেন হবে? প্রাইভেট হাসপাতালের দরজা যে সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ, তা কে না জানে? জনগণের কথা ভাবলে রেলের যে হাসপাতালটি আছে, তাকে আধুনিকায়ন করা যেত। চট্টগ্রাম মেডিকেল ও জেনারেল হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ও চিকিৎসা সুবিধা দ্বিগুণ বাড়ানো যেত বা অন্যত্র নতুন সরকারি হাসপাতাল বানানো যেত। বলা হচ্ছে, এর ফলে রেলের আয় বাড়বে। বাস্তবে কি তাই? ৬ একর জমি ৫০ বছরের জন্য ইউনাইটেডকে লিজ দিয়ে রেলের আয় হবে সর্বসাকুল্যে ৮-১০ কোটি টাকার মতো। অথচ সে জমির বাজারদরই ৫০০ কোটি টাকার মতো। এর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে উঠায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের স্থানীয় অনেক নেতাকর্মীরাও আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন। এমনকি যে আওয়ামী লীগ নেতারা এ চুক্তির পক্ষে নানাভাবে সাফাই গাইছিলেন, তারাও জনরোষ বুঝে আপাত নীরব থেকে সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। প্রধানমন্ত্রীকে ভুল বোঝানো হয়েছে বলেও কেউ কেউ দাবি করছেন। প্রশ্ন হলো – গত একমাস ধরে এত আন্দোলন, লেখালেখি, আলোচনা-সমালোচনার পরও ভুল ভাঙছে না কেন? যদিও চট্টগ্রামে সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগের নগর সেক্রেটারি আজম নাছির বলেছিলেন, এ প্রকল্প এগিয়ে নিতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ও দলের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি ওবায়দুল কাদেরের সম্মতি আছে। বাস্তবে, এটি মূলত সরকারের অর্থনৈতিক পলিসির সাথেই যুক্ত। আওয়ামী লীগ সরকার দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের আশীর্বাদেই ক্ষমতায় টিকে আছে। তাদের খুশি রাখতে একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ পুঁজিপতিদের উপহার দেওয়া হচ্ছে। জনগণের টাকায় গড়ে উঠা রেল একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। রেলের প্রধান কাজ যাত্রী সেবা, মালামাল পরিবহন। জমি ভাড়া দিয়ে বাণিজ্যিক হাসপাতাল, হোটেল, অ্যাপার্টমেন্ট, মার্কেট ব্যবসা কি রেলের কাজ? অথচ সারাদেশে রেলের বিপুল জমি ও রেল পরিচালিত হাসপাতালগুলো আজ পিপিপির আওতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে ব্যক্তিমালিকদের মুনাফার স্বার্থে। বাস্তবে এ কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে পুরো রেলকে বেসরকারিকরণে সরকারি নীতিরই অংশ। ফলে সিআরবি ধ্বংস করে ইউনাইটেড গ্রুপের সাথে হাসপাতাল নির্মাণে অবৈধ চুক্তি বাতিলের দাবির পাশাপাশি জনগণের সম্পদ রেল বেসরকারিকরণের সরকারি নীতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে।

আশার কথা, সিআরবির প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস করে ইউনাইটেড হাসপাতাল করার এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দল-মত নির্বিশেষে চট্টগ্রামের সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদ-আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। সিআরবি রক্ষার এ আন্দোলনকে আপোসহীন ধারায় এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক সংগঠন ও ব্যক্তিকে যুক্ত করে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা-মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ডা. মাহফুজুর রহমানকে সমন্বয়ক করে গড়ে তোলা হয়েছে 'সিআরবি রক্ষা মঞ্চ' নামে আন্দোলনের একটি নাগরিক প্ল্যাটফরম। সিআরবি রক্ষা মঞ্চ বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল, অবস্থান, সাইকেল র‍্যালি, ম্যারাথন, প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক সমাবেশসহ লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচি পালন করছে। জনগণকে সংগঠিত করে রাজপথে আন্দোলনই আজ জনগণের সম্পদ সিআরবি রক্ষার একমাত্র পথ।

প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের

বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন-এর সভাপতি ফয়েজুল্লাহ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট-এর সভাপতি আল কাদেরী জয়, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন-এর সভাপতি মিতু হক, গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিল-এর সভাপতি আরিফ মইনুদ্দিন, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক দীপক রায় প্রমুখ।

সাম্যবাদ

শেষ পৃষ্ঠা

৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
আগস্ট-২০২১

আফগানিস্তানে পিছু হটলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

অবশেষে আফগানিস্তান থেকে ফিরছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। না, বিজয়ী নয়, অনেকটা আত্মসমর্পণের গ্লানি নিয়েই ফিরছে তারা। এর একটা প্রেক্ষাপট আছে। ২০০১ সালে আমেরিকার 'টুইন টাওয়ার'-এ বোমা হামলা হয়। এ হামলায় 'আল-কায়েদা' ও তার নেতা ওসামা বিন লাদেন যুক্ত – এই অভিযোগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আল-কায়েদার আশ্রয়দাতা আফগানিস্তানের তালেবান সরকার – এই অযুহাতে আফগানিস্তানে আমেরিকা সামরিক হামলা চালায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেদিন বলেছিল, আফগানিস্তানে তারা 'সন্ত্রাস ও তালেবান দমন' এবং 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু তা হয়নি! ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই মার্কিন বাহিনী ব্যর্থ হয়েছে। বাস্তবে কোনো দখলদার শক্তি, কোনোদিন, কোথাও শান্তি বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেনি। মার্কিনিরাও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আফগানিস্তানে যায়নি।

দীর্ঘ ২০ বছর, প্রতিদিন-প্রতি মুহূর্তে মার্কিন দখলদারিত্বের জ্বালা সহ্য করেছেন আফগান জনগণ। চোখের সামনেই প্রিয়জনের মৃত্যু, পরিবারে উর্পাজনক্ষম মানুষটির পঙ্গুত্ব, নারী নিগ্রহ কী দেখেনি আফগান জনগণ? উদ্বাস্তু-গৃহহীন জীবন, চারদিকে যুদ্ধের বিভীষিকা – কী উপহার দেয়নি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ? তারপরও দমাতে পারেনি আফগান জনগণকে। তারা ব্যর্থ করে দিয়েছে মার্কিন যুদ্ধ ও পররাষ্ট্র নীতিকে। ইতোমধ্যে ৯০ শতাংশ সেনা প্রত্যাহার হয়েছে, বাকিটা ফেরত যাবে সেপ্টেম্বরে। একই সাথে এটাও ঠিক যে, বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পরপর দ্রুতই পতন ঘটবে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট বর্তমান 'কাবুল' সরকারের। ক্ষমতায় আসবে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ শক্তি তালেবান। বর্তমান আলোচনাটিতে আমারা আফগানিস্তানের বর্তমান অত্যন্ত জটিল ও স্পর্শকাতর এই পরিস্থিতির স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করব।

সন্ত্রাস দমনের নমুনা

২০০১ সালে আফগানিস্তানে সামরিক হামলা চালিয়ে তালেবান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে

● ৭ এর পাতায় দেখুন

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ জুলাই বিকাল ৫টায় বাসদ (মার্কসবাদী)'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, প্রিয় নেতা ও শিক্ষক, আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী স্মরণে অনলাইনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল এবং সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী কমরেড ফখরুদ্দিন কবির আতিক। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ; বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-এর সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান; বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক; গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি; নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না; চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও ইউনিভার্সিটি অব হেল্‌থ সায়েন্স-এর সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. লিয়াকত আলি; বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন নান্নু; বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সমন্বয়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী; বাসদ(মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য মোস্তফা ফারুক; জাসদ ঢাকা মহানগরের (১৯৭৫-৭৭) সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাখরাবাদ গ্যাস লিমিটেড-এর সাবেক জেনারেল ম্যানেজার এনায়েত উল্লাহ কাশেম; গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু; বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি(মার্কসবাদী)'র সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ; বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক; ত্রৈমাসিক নতুন দিগন্ত নির্বাহী সম্পাদক মজহারুল ইসলাম বাবলা; সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ কবির; সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নেতা ডা. গোলাম রাব্বানী; নারীনেত্রী ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাবেক সহ-সম্পাদক অ্যাড. সুলতানা আক্তার রুবি; জিগাতলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইসহাক সরকার; বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের সংগঠক ও আলোকচিত্রী জান্নাতুল মাওয়া প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জে জুস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে অর্ধশতাধিক শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে

বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত

গত ১০ জুলাই সকাল ১১টায় পল্টন মোড়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জে জুস কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে অর্ধশতাধিক শ্রমিকের মৃত্যুতে জড়িত মালিকগোষ্ঠী ও কলকারাখানা পরিদর্শকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, ভরণপোষণ, পুনর্বাসন ও নিহতদের এক জীবনের আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতের দাবিতে বিক্ষাভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ভজন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও মানিক হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মানস নন্দী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফখরুদ্দিন কবির আতিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অবিলম্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা, করোনাকালে সকল প্রকার বেতন ফি মওকুফের দাবিতে

প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের বিক্ষোভ

গত ১৬ জুন ২০২১ অবিলম্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের উপর আরোপিত ১৫ শতাংশ কর বাতিল এবং করোনাকালে সকল প্রকার বেতন ফি মওকুফের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের সচিবালয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট-এর সভাপতি মাসুদ রানা। আরও

● ৭ এর পাতায় দেখুন

প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস করে প্রাইভেট হাসপাতাল নির্মাণের বিরুদ্ধে

চট্টগ্রামে গড়ে উঠেছে সিআরবি রক্ষা আন্দোলন

চট্টগ্রামের সিআরবি (সেন্ট্রাল রেলওয়ে বিল্ডিং), বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর। ইট-পাথরের নগরীতে এক চিলতে ব্যতিক্রম। অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ, শতবর্ষী গাছসহ অসংখ্য গাছগাছালি ঘেরা উন্মুক্ত স্থান। বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠা নগরীতে নগরবাসীর একটু স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা। সকাল-বিকাল মানুষ এখানে হাঁটতে আসে। নববর্ষ উদ্‌যাপনসহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢল নামে লক্ষ মানুষের। সেই সিআরবির ওপরও চোখ পড়েছে মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের। রেল কর্তৃপক্ষ বৃহৎ কর্পোরেট হাউস ইউনাইটেড গ্রুপকে একটি প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইনস্টিটিউট করার জন্য লিজ দিয়েছে সিআরবি-তে অবস্থিত রেলের বক্ষব্যাধি হাসপাতালসহ ছয় একর জায়গা। সিআরবিতে ইউনাইটেড হাসপাতাল ও একে কেন্দ্র করে অন্যান্য স্থাপনা গড়ে উঠলে, সিআরবির শতবর্ষের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হবে। এ জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার পড়ে না।

চট্টগ্রাম শহরে অপরিকল্পিত উন্নয়নের নামে এর মধ্যেই উন্মুক্ত স্থান, গাছপালা, পাহাড়, খেলার মাঠ ধ্বংস করা হয়েছে। জনগণের মুক্তভাবে শ্বাস নেওয়ার প্রাকৃতিক উন্মুক্ত স্থান তেমন নেই। অবশিষ্ট সিআরবিকেও মুনাফালোভীরা আজ গ্রাস করতে চাইছে। সিআরবি এলাকায় আছে ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সিআরবি ভবনটি।

এটি ছিল ব্রিটিশ আমলে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার। চট্টগ্রামকে পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সিডিএ'র(চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) গৃহীত মাস্টারপ্ল্যান ও পরবর্তীতে ডিটেইল এরিয়া প্ল্যানে (ড্যাপ) পুরো সিআরবি এলাকাকে 'সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাতে স্পষ্ট বলা আছে, এখানে কোনো বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। ড্যাপ ২০০৯ সালে সরকারি প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত হয়। মাস্টারপ্ল্যান ও ড্যাপকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কীভাবে রেল 'ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি' হিসেবে চিহ্নিত সিআরবিতে হাসপাতাল করার বেআইনি এ চুক্তি করতে পারল? ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান সিআরবি। যে স্থানে হাসপাতাল হবে, সেখানে চাকসুর সাবেক জিএস শহীদ আবদুর রবের কবরসহ দশ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিসৌধ ও নানা স্মৃতিচিহ্ন আছে। অথচ সংবিধানের ১৮ক ও ২৪ অনুচ্ছেদে প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান, স্মৃতিস্মারক ইত্যাদি রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষণের নির্দেশ আছে। ফলে ইউনাইটেডের সাথে রেলের এ চুক্তি শুধু বেআইনি নয়, সংবিধান-বিরোধীও।

রেলের হাসপাতালটি ইউনাইটেড গ্রুপের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) প্রকল্পের আওতায়। সোজা কথায় বেসরকারিকরণ। যত বড় গালভরা নামই দেওয়া হোক, পিপিপি বাস্তবে হলো পাবলিক প্রপার্টি টু প্রাইভেট

● ৭ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা–১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স–৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org; ই–মেইল : mail@spbm.org